শ্রীশ্রীহরিঃ।

শরণং।

বৈধব্য ধর্ম্মোদয়।

দ্বিতীয় পুস্তক।

শ্রীরামপুর নিবাসি

যুক্ত বাবু রমানাথ গোস্বামি মহাশয়ের

অনুমত্যনুসারে

শ্রীযুক্ত নন্দকুমার কবিরত্ন

ও শ্রীযুক্ত হারাধন বিদ্যারত্ন

সংগৃহীত

কলিকাতা।

নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিত।

শকাব্দা ১৭৭৮।

এই পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবে তিনি উক্ত যন্ত্রালয়ে অর্থাৎ যোড়াবাগানের ১৮।২৩ নং বাটীতে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

শরণং।

বৈধব্যধর্ম্মোদয়।

দ্বিতীয় পুস্তক।

আদেশেন পুনশ্চ ঠাকুররমানাথস্য গোপ্ত-
শিনো বিপ্রো নন্দকুমার নামককবি বৈ
দ্যশ্চ হারাধনঃ। বেদস্মৃত্যনুসারি পূর্ব্ববি
হিতং বৈধব্যধর্ম্মোদয়ং পুস্তং তত্ত্বমু
ক্তে বিবিচ্য বিরচীকৃতা দ্বিতীয়ং পুনঃ॥

বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিবার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রথমবারে যে পুস্তক প্রচারিত করিয়াছিলেন। সেই পুস্তকে যে কয়েকটী পরাশর সংহিতার বচন ধৃত হইয়াছিল এবং যেরূপ অমূলক অর্থ নিষ্পন্ন করিয়া তাহাতে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই লিপিই বিধবা বিবাহের পক্ষে একপ্রকার মূলসূত্র হইয়া উঠিবার উপক্রম হইয়াছে।

বিদ্যাসাগর কৃত পরাশর বচনের যে ব্যাখ্যা সেব্যাখ্যাকে আমরাই অমূলক কহিতেছি এমত কহিতে পারিবেন না, সেই ব্যাখ্যা কোন ভাষ্যকার কি কোন টীকাকার কাহারই ব্যাখ্যানুযায়িনী নহে। এবং বেদ পুরাণ ইতিহাস

সংহিতাদি শাস্ত্রের সহিত অত্যন্ত বিরোধ উপস্থিত হইয়া উঠিয়াছে।

তৎকৃত পূর্ব্বপুস্তকে পারাশরীয় এক বচনে সত্যাদি যুগচতুষ্টয়ের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের কল্পনা করিয়া দ্বিতীয় বচনে প্রতিযুগের পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া কেবল পরাশর সংহিতাকেই কলিযুগের ধর্ম্মশাস্ত্র স্থির করিয়াছিলেন। তৃতীয় নষ্টে মৃতে ইত্যাদি বচনের অর্থে বিধবাদিগের পুনর্ব্বার বিবাহকে শাস্ত্রসিদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন; চতুর্থ বচনে বিধবার গর্ভজাত পুত্রকে দায়াধিকারি ঔরস পুত্ররূপে প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত উক্ত মহাশয় অসামান্য নৈপুণ্য সহকারে অপ্রামাণিক অলৌকিক ব্যাখ্যা সমেত রচনা প্রণালীর কৌশলে অনেকের চিত্তকে আন্দোলমান করিয়া বিপথের পথিক করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। আমরা সেই পুস্তকের আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া শাস্ত্রসিদ্ধ করিবার নিমিত্ত অনেক যত্ন করিয়াছিলাম।

কিন্তু শ্রুতিস্মৃত্যাদির অবলোকনে বিধবা বিবাহের বিধির শাস্ত্রীয়তা ঘটিয়া উঠিলনা। সুতরাং লোকশাস্ত্র বিরুদ্ধ ঐ কুপ্রথা প্রচলিত হওয়া অনুচিত বিবেচনায় বিদ্যাসাগর যে সকল বচনের অভিপ্রায়কে গোপন করিয়া স্বপক্ষার্থ সঙ্কলন করিয়াছিলেন; সেইসকল বচনের যথার্থার্থ সঙ্কলন পূর্ব্বক (বৈধব্যধর্ম্মোদয়) নামে একখানি পুস্তক প্রচারিত করিয়াছিলাম। এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ধার্ম্মিক মহাশয়েরা ও স্বীয়স্বীয় অভিপ্রায়ানুসারে ঐ কুপ্রথা প্রচলিত হইবার প্রতিকূলে নানা প্রণালীর অনুগামী হইয়া বৈধব্য

ধর্ম্মের অনুকূলে একএক খানি পুস্তক প্রচারিত করিয়াছি
লেন। ফলে যে যে মহাশয় যে যে প্রণালীতেই রচনা করুন
কিন্তু বিধবা বিবাহ যে অশাস্ত্রীয়কর্ম্ম এবং তৎপ্রথা যে দুষ্ট
প্রথা তাহা সকল মহাশয়েরাই স্থিরকরিয়া লিখিয়াছেন।

সেই সকল পুস্তক দৃষ্টে উক্ত মহাশয় বিধবা বিবাহের প্রথা
প্রচলিত করিবার নিমিত্ত যে প্রয়াস পাইয়াছিলেন তাহা
তে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই ইহা কহিতে হইবে। কৃ
তকার্য্য হইতে পারিলে এত পরিশ্রম ও এতব্যয় অঙ্গীকা
র পূর্ব্বক এই জঘন্য বিষয়ে দ্বিতীয়বার পুস্তক রচনা করি
য়া প্রচার করিবার কষ্টস্বীকার করিতেন না। আমরা তৎ
কৃত দ্বিতীয় পুস্তকের আদ্যোপান্ত পাঠকরিয়া দেখিলাম
যে বিদ্যাসাগর মহাশয় বিশেষ প্রকারে অত্যন্ত জিগীষা
পরবশ ব্যাকুলচিত্ত হইয়াছিলেন। যেহেতু প্রতিবাক্য বি
ন্যাসেই তাঁহার ব্যাকুলতা কার্য্যে প্রকাশ পাইয়াছে।

কোন বচনের আদ্যোপান্ত অবলোকন না করিয়াই অন
র্থক ছিন্নে সেই বচনকে বিধবা বিবাহের প্রমাণ বলিয়া
দৃঢ়করিয়াছেন। কোনস্থলে বচনের যথার্থ অর্থের অবগ
ত না হইয়া স্বকপোলকল্পিত অর্থ করিয়া লিখিয়াছেন।
কোনস্থলে বা শাস্ত্রবিহীন দেশাচারের ব্যবহারকে এতদ্দে
শের ব্যবহার বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। কোনস্থলে
কাব্যবচনেরই প্রমাণ দেখাইয়াছেন। কোনস্থলে এসিয়াটিক্
সুসাইটির ইংরাজীপুস্তকেরই প্রমাণ দিয়া উঠিয়াছেন স্থান
বিশেষে আধুনিক সংগ্রহকারের প্রমাণের উপর নির্ভর
করিয়া প্রামাণিক গ্রন্থকর্ত্তাদিগকে ভ্রান্তপুরুষ বলিয়াছেন।

অপর; উক্ত মহাশয় স্বীয় সৌজন্য প্রকাশকরিয়া ভূমিকা পত্রে কতপ্রকার ভঙ্গীতেই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যথা ঃঃ বিধবাবিবাহ প্রচলিতহওয়া উচিত কি না এই প্রস্তাব যৎকালে প্রথম প্রচারিতহয় তৎকালে আমার এইদৃঢ় সংস্কার ছিল যে এতদ্দেশীয় লোকেরা পুস্তকের নামশ্রবণ ও উদ্দেশ্য অবধারণ মাত্রেই অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবেন। আস্থা বা আগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ ও পাঠন করিবেন না ঃঃ

উত্তর। বিধবাবিবাহ যে এদেশের নিন্দিতকর্ম্ম এবং অবিধেয় তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়েরসিদ্ধান্তই অবধারিতছিল নতুবা লিপিকালে এত শঙ্কিত কেনহইবেন। যদি পরিশুদ্ধ কর্ম্মবলিয়া জানিতেন তবে পুস্তক প্রচারিত করিবার সময় এরূপ সন্দিগ্ধ চিত্ত হইতেন না। আরও ঐ ভূমিকায় লিখিয়াছেন।

ঃঃ যে বিষয়ে সকলে অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবেন বলিয়া আমার স্থিরসিদ্ধান্তছিল। সেই বিষয়ে অনেকে শ্রম ও ব্যয় স্বীকার করিলেন ইহাঅপ্প আহ্লাদের বিষয় নহে। ঃঃ

উত্তর। অনেকেই শ্রম ও ব্যয় স্বীকার করিয়া এই অপকৃষ্ট বিষয়ের উত্তর প্রদাতা হইয়াছেন বলিয়াই যে ঐ কর্ম্ম পণ্ডিত মণ্ডলীর আদরণীয় হইয়াছে এমত নহে।

ছলগ্রাহী মহাশয়দিগকে কোনমতেই নিরস্তকরিতে পারা যায়না। যেহেতু ছলব্যতীত তাঁহারা একপাদ ও নিক্ষেপ করেন না। যদিএই বিষয়কে অপকৃষ্ট বিষয় বলিয়া কেহ

উত্তরদাতা নাহইতেন। তবে অনায়াসেই (মৌনং সম্মতি লক্ষণং) বলিয়া বিধবাবিবাহ বিধিকে শাস্ত্রীয়করিয়া তুলিতেন। এবং অভিনব যুবকেরাও দম্ভকরিয়া কহিতেন যে বিদ্যাসাগরের লিপির উত্তর করিতে কে সমর্থ হয়। অর্থাৎ বিদ্যাসাগর মহাশয় যেরূপ প্রণালীতে শাস্ত্রীয় বিচার করিয়াছেন; তাহার উত্তর করিতে এতদ্দেশীয় পণ্ডিত মাত্রেরই সাধ্যনাই। সুতরাং এতদ্বিষয়ে সকলে অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াও উত্তর প্রদান করিয়াছেন।

ছলগ্রাহীব্যক্তির সহিতউত্তর প্রত্যুত্তরকরা ও নাকরা উভয়ই কঠিন। যাহাহউক সকলে উত্তরপ্রদান করিয়াছেন বলিয়া যে আহ্লাদিত হইয়াছেন; তাঁহারপক্ষে আহ্লাদের বিষয় বটে। কেননা যেবিষয়ের সূত্রপাত করিতেছেন সেবিষয়ের যত আলোচনাহয় ততই তাঁহার মঙ্গল। এবং ঐ ভূমিকাপত্রের ৩ পৃষ্ঠায় লেখেন। যথা

„ অধিক আক্ষেপের বিষয় এই যে উত্তরদাতা মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকেই উপহাস রসিক ও কটূক্তি প্রিয়। „

উত্তর। যদিও উপহাস বা কটূক্তি ভাসে কোন কোন মহাশয়ের লিপিপ্রকাশ হইয়াথাকে। তাহা স্বীয়গাম্ভীর্য্য গুণের অবলম্বনে বিদ্যাসাগর মহাশয় ক্ষমাপন্ন হইবেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যেরূপ লিপির ভঙ্গী ও যেরূপ প্রণালীতে শিষ্টতা প্রকাশ করা হইয়াছে তৎ প্রদর্শন করিলে সাধারণের স্বভাবতই উপহাস উপস্থিত হয়। এতদ্দেশ জাত কোন কোন সুরসিক পণ্ডিতের এরূপ গুণআছে

যে কখন যেরূপ রসেরকথা উপস্থিত হয় তখন সেইরূপ রসেরকথা লইয়াই আমোদ করিয়া থাকেন। তাহাবলিয়া যে শাস্ত্রবিচার বিষয়ে তাঁহার দিগকে উপহাস রসিক বলা সঙ্গত হয়না। যেহেতু তাঁহারা বিদ্যাসাগরের সহিত যেবিধবাবিবাহ বিষয়ে শাস্ত্রীয় বিচার হইতেছে এমত বিশ্বাস করেন নাই। সেবিষয় এতদ্দেশীয় সাধু লোকের দিগের পরিহাসের এক আধার সেই বিষয়কেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গুরুতরবিচার বোধহইয়াছে। সুতরাং একথায়পণ্ডিতলোকের উপহাস ব্যতীত আর কি হইতেপারে। তবে কটূক্তি প্রিয় বলিয়া যে শ্লেষ করিয়াছেন তাহা তিনি করিতে পারেন। যেহেতু যেব্যক্তি যেসংকল্পে বক্তৃতাকরে তাহার সেই সংকল্পের ভঙ্গ ঘটিলেইয় তদুক্তিকে কটূক্তি বোধ অবশ্যই হইতেপারে।

যাহাহউক। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিবিশেষ বিনয়ের সহিত নিবেদন করিতেছি। যখন কোনএক গুরুতর বিষয়ের আন্দোলন হয় তখন কত লোকে কতপ্রকার কথাকহে সেসকল কথা বিজ্ঞলোকের ধর্ত্তব্য হয়না। লোকেকহে যে লক্ষকথা নাহইলে একটী বৈধবিবাহ নিষ্পন্নহয়না তাহাতে বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ দিতে হইলে যে শুভাশুভ কত লক্ষ কথার উত্থিতি হইবে তাহার ইয়ত্তা কি। সেসকল কথারপ্রতি কর্ণপাত নাকরিয়া যাহাতে অভিলষিত উত্থাপিত এই শুভকর্ম্ম নির্বিঘ্নে সুসম্পন্নহয় সমাহিত চিত্তে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহারই চেষ্টা করুন।

কিদুঃখের বিষয়, এইবর্ত্তমানকালে বিদ্যমানমহানগরের

প্রধান বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস করতঃ এতদ্দেশীয় অভিনব হিন্দুযুবকেরা স্বজাতীয় কি বিজাতীয় শাস্ত্রের পারদর্শন করিয়া নবীনহইয়াও বহুবিধ কার্য্য সম্পাদনে প্রবীণের ন্যায় বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন সহৃদয় বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। এবং অনেকেইকহিয়াথাকেন যে মিথ্যাপ্রবঞ্চনা চাতুর্য্য বা অহঙ্কার তাঁহারদিগেরহৃদয়ে বাসকরিতে কদাপি স্থান প্রাপ্ত হয় না। ইহাতে আমারদিগের মনেতে কতই বা উৎসাহের সহিত আহ্লাদের উদয় হইয়াছিল। আর কতইবা প্রত্যাশা করিয়াছিলাম; যে কৃতবিদ্য ঐসকল শিশুপাঠশালিক হইতে আমারদিগের দেশীয় সাধারণ লোকের পদবিদ্ধ বিদ্যাবুদ্ধি এবং স্বধর্ম্মের বৃদ্ধিহইয়া পরিবর্ত্তন কালের মত এইদেশের সম্যকরূপ উন্নতি হইতে পারিবেক। এক্ষণকার নব্যদিগের রীতি নীতি ব্যবহার দৃষ্টে আমারদিগের সেই আশালতিকা যে ফলবতী হইবে এমত উপায় দেখিনা।

যখন তাদৃশ সহৃদয় বাদী মহাশয় বিবিধ প্রবঞ্চনা ও চাতুর্য্যবলে সুন্দর বচন কৌশলে অশাস্ত্রীয় বিধবাবিবাহকে শাস্ত্রীয় করিতে উৎসাহী হইয়া স্বজাতীয় ধর্ম্মের সর্ব্বনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; তখন আর কোনক্রমেই তাঁহারদিগের দ্বারা এদেশের কল্যাণ বা স্বজাতীয়দিগের উপকার দর্শিতে পারে না।

বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয় সংপ্রতি এদেশে একজন প্রধান মান্য বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি উত্তরদাতাদিগের পুস্তক দেখিলে অবশ্যই নিরস্ত হইবেন আর এক

মর্য্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না আমারদিগের এই স্থির সিদ্ধান্তছিল। যখন এরূপ উপযুক্ত মহাশয় ঐ বিষয়ে প্রব ঞ্চনা মূলক পুনর্ব্বার পুস্তক প্রচারিত করিয়াছেন; তখনআ মার দিগের সেসিদ্ধান্ত স্থিরথাকিতে পারিলনা। অপর ঐ ভূমিকায় লিখিয়াছেন।

:: যে সকল মহাশয়রা উত্তর দানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন কি প্রণালীতে এরূপ গুরুতর বিষয়ের বিচার করিতেহয় তা হাঁদেরমধ্যে অনেকেই তাহা বিশিষ্টরূপ অবগতনহেন। ::

উত্তর। বিদ্যাসাগর দম্ভ পূর্ব্বক এই অভিপ্রায়েলিখিয়াছে ন যে (সর্ব্বাপেক্ষা আমিই এরূপ গুরুতরবিচারদক্ষ অনে। নিপুণ নহেন) ফলিতার্থ লিপিকৌশলে একপ্রকার হস্তহ স্তী বটেন কিন্তু বিচার বিষযে তাঁহার নিপুণতার লক্ষণ দে খিতে পাওয়া যায় নাই।

কেননা তাঁহার এই গুরুতর বিষয়ের বিচারে তিনি যেসক ল শাস্ত্রপ্রমাণ ধৃত করিয়াছেন। তাহার বলা বলের বিচা র করিলে সেইসকল প্রমাণদ্বারা তাঁহার কিছুমাত্র উপকা র দর্শিতে পারেনাই। কেবল কতকগুলা বাগাড়ম্বর করি য়া কয়েকজনা নবযুবকের চিত্তের আনন্দ প্রবর্ত্তক হই য়াছেন এই মাত্র। ফলে সংস্কৃতানভিজ্ঞ বিষয়ী লোকেরা প্রায়ই শাস্ত্র মর্ম্মবোধকরিতে পারেননা; অনেক লেখা দে খিয়াই অনুভব করেন যে বিদ্যাসাগর যখন এত প্রমাণদি য়া লিখিয়াছেন তখন তদ্বিপক্ষে যত যত পুস্তক প্রচারিত হইয়াছিল সে সমুদয়েরই উত্তর হইয়া থাকিবেক। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় যে স্বীয় চাতুর্য্যবলে তন্মধ্যে ঐন্দ্রজা

লিক ক্রীড়ারন্যায় বিচিত্র ক্রীড়া করিয়াছেন তাহা সাংক্রা-তানভিজ্ঞ জনের উপলব্ধি হইবার বিষয় নহে।

বর্ত্তমান্ সময়ে অনেকেই প্রায় ইংরাজী বিদ্যোৎসাহী হইয়াছেন, সুতরাং ইংরাজী প্রণালীতে লিপিবদ্ধ করিলেই অনেকের সুশ্রাব্য ও যুক্তিসঙ্গত হইবে এই সংযোগবাধনা কতকগুলিন্ আধুনিক কাব্যগ্রন্থের এবং এসিয়াটিক্ সুসাইটীর ইংরাজী পুস্তকের প্রমাণ দর্শাইয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায় এইযে ইংরাজী পুস্তকের সহিত ধর্ম্মশাস্ত্রের যোগ করিয়া দিলে আধুনিক নবযুবক দিগের অত্যন্ত গ্রাহ্য হইতে পারিবে। সে যাহা হউক, ধর্ম্মশাস্ত্র বিচারের মধ্যে যে ইংরাজী পুস্তকের প্রমাণ প্রচলিত হইল ইহা হইতে এদেশের সৌভাগ্য সূচক বিষয় আর কি আছে।

অভিজ্ঞাগ্রগণ্য ঈশ্বর সেতু ভঙ্গ করিবার আশয়েই বিদ্যাসাগর ভঙ্গীক্রমে কৌশল দ্বারা লিপি প্রকাশ করিয়াছেন। এতদ্দেশজাত পণ্ডিতগণেরা অকপটভাবে যথা শাস্ত্রসিদ্ধ প্রণালীতেই লিপি প্রকাশ করিয়াছেন। বিদ্যাসাগরের ন্যায় প্রণালীতে অশাস্ত্রীয় বিষয়কে শাস্ত্রীয়বলিয়া পরিপাটী করিয়া লিখিতে পারেন নাই। তজ্জন্য তাঁহারদিগকে অনিপুণ বলায় কোন ক্ষোভ জন্মেনা।

যেরূপ সত্যাপেক্ষা মিথ্যার চাকচক্য তদ্রূপ সত্যের চাকচক্য নহে। বিদ্যাসাগরের মতে বিধবাবিবাহ যে গুরুতর বিষয় তাহাতে সন্দেহ কি। যে বিষয় কোনকালে কোন দেশে ভদ্র লোকের মধ্যে প্রচলিত হয়নাই এবং কোন শাস্ত্রে যাহার প্রমাণ হয়না সেই বিষয়কে শাস্ত্রীয় বলিয়া প্র

স্থাপন করিতে হইলে সাধারণ প্রণালীর অতিরিক্ত প্রণালীতে লিপি প্রকাশ করিতে হয়। তাহা হইলে সুতরাং ভবিষ্য আপনিই গুরুতর বিষয় হইয়া উঠে। অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করা সামান্য কথা নহে ও সামান্য চতুরতাও নহে তাহার প্রণালী ও স্বতন্ত্র বটে; কেননা অসত্যকে সত্যরূপে প্রতিপন্ন করিতে গেলেত দনুরোধে অনেক অসত্যকে গ্রহণ করিতে হয়। এবং প্রয়োজনমত কোন শাস্ত্রকে কল্পিতাপবাদে ভূষিত করিতে হয়। কোন শাস্ত্রকে কল্পিত বলিতে না পারিলে তদর্থকে বিপরীতাভিপ্রায়ে ব্যাখ্যা করিতে হয়। কোন পণ্ডিতকে কোন স্থানে ভ্রান্ত বলিয়া কোন স্থানে বিষয়ানুরোধে অভ্রান্ত কহিয়া তাহার বাক্যকেই প্রমাণ করিয়া লইতে হয়। স্বার্থতৎপরতা প্রযুক্ত আপনার সতই গুরুতর হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এরূপ বিষয়ে বিলক্ষণ নিপুণতা আছে। ইহা কেনা অঙ্গীকার করিবেক। ফলে তিনি যত চতুরতা করুন না কেন আমরা তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষোভ করিনা যেহেতু শাস্ত্রের বল আছে। সত্য কদাপি মিথ্যার আবরণ মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকেনা সূর্য্য কখন মেঘাচ্ছন্নে বিনষ্ট হয়না। তদ্রূপ অধর্ম্মকার্য্য কস্মিন কালেও ধর্ম্মের ন্যায় প্রতিভাত হইবেক না।

বাগ্দত্তাধিকার অবধি দেশাচার পর্য্যন্ত পঞ্চবিংশতি প্রকার বিষয়ের বিচার করিয়া বিদ্যাসাগর যেরূপ লিপি প্রকটন করিয়াছেন। তন্মধ্যে যেযে বিষয়ের উত্তর দেওয়া আবশ্যক বোধ হইল সেই সেই বিষয়েরই উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইলাম; তিনি অনেক প্রকার অপ্রয়োজনীয় বাক্য বি

ন্যাস করিয়াছেন বিবেচনামতে সেনকল বাক্য উদ্ধৃত দিবার উপযোগী নহে।

ধর্ম্মশাস্ত্রের বিচারকরা সামান্য সাহিত্যাদির বিচারের মতনহে; যে কেবল শব্দার্থ বিচারে কি অলঙ্কারাদি দোষের বিচার করাতেই চরিতার্থ হইবেক। ধর্ম্মশাস্ত্রের বিচারে শব্দার্থকে লক্ষমাত্র করিয়া তাৎপর্য্যার্থ এতদ্বারা উদ্দেশ্য স্থিরকরিয়া সংহিতাকারের অভিপ্রায় এতৎকলিতে পাইলে ধর্ম্মরক্ষা হয়। নতুবা শব্দার্থভিপ্রায়ের অনবধারণে অন্ধ হইয়া গ্রন্থকর্ত্তাকে ভ্রান্তবলিয়া বক্তৃতা করায় ধর্ম্মপথে কণ্টক প্রদান করাহয়।

আদৌ এই বিচারণীয় হইল যে পরাশরের (নষ্টেমৃতে) ইত্যাদি বচনে যথার্থ বিধবাদি স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহের বিধি, না নিয়োগদ্বারা ক্ষেত্রজপুত্রোৎপাদনের বিধি, বা বাগ্দত্তা কন্যারই বিবাহের বিধিমাত্র।

নষ্টেমৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতেপতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে।

পতি মরিলে অনুদ্দেশ হইলে সংসারধর্ম্মত্যাগ করিলে ক্লীব হইলে কিম্বা পতিত হইলে স্ত্রীদিগের অন্যপতি করা বিধেয় হয়।

এই একটী বচন লইয়া বিদ্যাসাগর বিধবাদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ দেওয়াইতে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন; সেইব্যাখ্যা শুদ্ধ তাঁহারেই স্বকপোল কল্পিত মাত্র, ফলিতার্থ পরাশর বচনের উদ্দেশ্য অবধারণ করিতেপারিলে (অন্যপতির বিধান) করিবে এই অন্যপতি শব্দে বিবাহ ব্যাখ্যা করি

তে পারিতেন না। বিদ্যাসাগরের ব্যাখ্যার সহিত অন্যান্য গ্রন্থকার দিগের মতের ঐক্য করিতে হইলে অত্যন্ত অসঙ্গত বোধহয় এবং কোনশ্রুতিরসহিত ও সংলগ্নহইয়া উঠে না। তজ্জন্য অনেকানেক মহাশয়েরা এবং আমরাও স্ত্রীদিগের দ্বিতীয়বার বিবাহকে বেদবিরুদ্ধ জানিয়া হিন্দুলোকের জাতিধর্ম্ম এবংবিধবাদিগের পরমধর্ম্ম রক্ষার কারণ বেদপ্রমাণে পুস্তক প্রচারিত করিয়াছিলামযাহাতে স্ত্রীদিগের অবিচল রূপে এক পতিত্ব ধর্ম্ম রক্ষা হয়।

পরাশর সংহিতার নষ্টেমৃতে ইত্যাদি বচনে পঞ্চাপৎ উপস্থিত হইলে যে স্ত্রীদিগের অন্যপতির বিধান করিবার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে বিবাহসূচক কোনবাক্যই নাই শুদ্ধএক অন্যপতি শব্দমাত্র আছে। এই অন্যপতি বিশেষ শুন বলিলেই যে বিবাহের বিধিহইল এমত নহে। আপদ্ধর্ম্মে অর্থাৎ সন্তান পরিক্ষয়ে পুত্রোৎপাদন নিমিত্ত নিয়োগবিধিদ্বারা অন্যপতিকে আশ্রয় করিবে এইমাত্র পরাশর সংহিতার উদ্দেশ্য অবধারণ হইতেছে। কিন্তু মন্বাদির বচনে ঐ নিয়োগ বিধির ও কলিতে নিষেধ হইয়াছে এইনিমিত্তই মাধবাচার্য্য পরাশর সংহিতার ভাষ্যে যুগান্তর বিষয় বলিয়াছেন। এবং মহামহোপাধ্যায় ভট্টোজি দীক্ষিত ও নন্দপণ্ডিত প্রভৃতিরা সকলেই নিয়োগবিধির নিষেধদৃষ্টে আপৎ উপস্থিত হইলে কি কর্ত্তব্য ইহা বিচার করিয়া স্থির করিয়াছেন অর্থাৎ কলিযুগে বিবাহিতা স্ত্রীদিগের এবং কুমারীদিগের নিয়োগ বিধির নিষেধপ্রযুক্ত বাগ্দানের পর যদিএরূপ আপৎ উপস্থিতহয় তবে ঐ কন্যাদি

গের পরাশরোক্ত নষ্টেমৃতে বচনের প্রমাণে অন্যপতি বিধানকরা কর্ত্তব্য নতুবা এরূপ আপৎসকল উপস্থিত হইলে বিবাহিতা স্ত্রীদিগের যে পত্যন্তরের পাণিগ্রহণ হইবে ইহা সঙ্গত হয়না।

বিদ্যাসাগর কহেন যে পরাশর সংহিতায় আদ্যোপান্তেই কেবল কলিযুগধর্ম্ম বর্ণিত আছে অন্যান্য যুগধর্ম্মের বর্ণনা মাত্র নাই, একথা বিচার সঙ্গত হইতে পারে না তবে অন্যান্য সংহিতাপেক্ষা মহর্ষি পরাশর কিছু অধিকাংশ কলিযুগধর্ম্ম কহিয়াছেন এইমাত্র। অপর পরাশরকে কেবল কলিধর্ম্ম বিধায়ক বলিয়া যে মাধবাচার্য্যের ভাষ্যের প্রমাণ দিয়াছেন, তাহা মাধবাচার্য্যের ভাষ্যেরই স্থানেস্থানের ব্যাখ্যা নিরূপণে বিপ্রতিপন্ন হইয়াছে। যথা

মাধবীয় ভাষ্য।

মানবাদিধর্ম্মাণাং প্রচুরপ্রবৃত্ত্যা প্রামাণ্যং সংপ্রতিপন্নং

সত্যযুগে মনুপ্রণীত ধর্ম্মের অধিকার বিধায় উক্ত প্রকারের শ্লোকে কৃতেতু মানবোধর্ম্ম, বলিয়া মনুপ্রণীত ধর্ম্ম সত্যযুগের ধর্ম্ম কহিয়াছেন। সেই প্রকার ত্রেতায় গৌতমধর্ম্ম দ্বাপরে শঙ্খলিখিতধর্ম্ম কলিযুগে পারাশর ধর্ম্ম প্রধান কহিয়াছেন। নতুবা কেবল কলিযুগের নিমিত্ত পরাশর প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র হইলে প্রচুর প্রবৃত্তি শব্দ ভাষ্যকার লিখিতেন না; ইহাতে স্পষ্টই বোধহইতেছে যে মাধবাচার্য্য পরাশর সংহিতায় চারিযুগের ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে ইহা স্বীকার করিয়াছেন; তথাহি। ভাষ্য।

সর্ব্বেষ্বপি কল্পেষু পরাশরস্মৃতেঃ কলিযুগধর্ম্ম পক্ষপাতিত্বাৎ।

পক্ষপাতাধীন সমস্ত কল্পেই কলিযুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করা পরাশর সংহিতার অভিপ্রায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। যখন পক্ষপাতিত্ব আছে তখন অন্যযুগধর্ম্মাপেক্ষা কলিধর্ম্ম অধিক কহিয়াছেন ইহাই সুসঙ্গত হয়। নচেৎ মাধবাচার্য্য এমত ভ্রান্ত ছিলেন না; যে পরাশর সংহিতা কেবল কলিযুগের ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া পুনর্ব্বার নষ্টে মৃতে বচনের অর্থে যুগান্তর বিষয় বলিবেন।

যখন কলিযুগের ধর্ম্ম অধিক কহিয়াছেন স্বীকার করা হইল তখন পরাশর সংহিতার দ্বিতীয়াধ্যায়ের শেষে (চতুর্ণামপি বর্ণানা মেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ) বচন প্রমাণে তাৎপর্য্যাধীন আপনিই এই বচন শুদ্ধ কলিধর্ম্ম কথনের উপসংহার হইয়া উঠিল। (অতঃ শুদ্ধিং প্রবক্ষ্যামি জননে মরণে তথা) তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথমে এই বচন প্রারম্ভে শুদ্ধিপ্রকরণ কহিতে আরম্ভ করিয়াছেন; সাধারণ যুগধর্ম্মই কথিত হইয়াছে বিদ্যাসাগর মহাশয় অতঃশুদ্ধিং প্রবক্ষ্যামি ইত্যাদি বচনের পর যদি পরাশর সংহিতার কোনস্থানে কলির নাম আছে দেখাইতে পারেন তবে উক্ত সংহিতাকে কেবল কলির ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিব।

ফলিতার্থ মহর্ষি পরাশর চারিযুগের ধর্ম্মই কহিয়া গিয়াছেন। বেদব্যাসাপেক্ষা কিছু পরাশর সংহিতার উদ্দেশ্যাবধারণ করা অন্যের অধিক হয় নাই স্বীকার করিতে হইবে; মহর্ষি বেদব্যাস স্বপিতা পরাশরের মুখে শুনিয়া ক

ষিগণকে কহিয়াছিলেন। যদি কলিযুগেবিধবার বিবাহকে যথার্থ ধর্ম্ম বলিয়া পরাশর কহিতেন তবে স্বসংহিতার সূক্ষ্ম মর্ম্মজ্ঞ হইয়া বেদব্যাস বিধবাদিকে বিবাহ করিবেক এরূপ নিষেধোক্তি দ্বারা কলিযুগ ধর্ম্ম কদাচ পুরাণে লিখিতেন না। যথা ভাবি কল্কীপুরাণে।

দ্বয়োঃ স্বীকারত্বাতে শাঠ্যে সজ্জী প্রদান্যতা।
বাচালত্বঞ্চ পাণ্ডিত্যে যশোহর্থে ধর্ম্মসাধনং।

স্ত্রীপুরুষ উভয়ের বাক্যস্বীকারকেই বিবাহ বলিবে অর্থাৎ বিধিপূর্ব্বক বিবাহ হইবেক না শুদ্ধ এইব্যক্তি আমারপতি এই স্ত্রী আমার পত্নী হইল ইহামুখে বলিলেই বিবাহ হইবে। যেব্যক্তি সত্য মিথ্যার বিচার নাকরিয়া প্রগল্ভ অনেক কথা বানাইয়া কহিতে পারিবে সেই পণ্ডিত হইবে। তথাচ উক্তপুরাণে।

স্ত্রীয়ো বৈধব্য হীনাশ্চ স্বচ্ছন্দাচরণপ্রিয়াঃ।

স্ত্রীমাত্রেই প্রায় বৈধব্যহীনা এবং স্বেচ্ছাচারিণী হইবে অর্থাৎ আপনার ইচ্ছানুসারিক আচরণ করিবেক।

বৈধব্যধর্ম্মহীনা পদে অন্যপুরুষের পাণিগ্রহণ ইহা সাধারণেই বুঝিতে পারে যে দ্বিতীয় বিবাহ নাকরিলে বৈধব্যধর্ম্ম দূর হইতে পারেনা।

এবং ঔরসক্ষেত্রজাদি পুত্রের ব্যাখ্যার স্থলে দ্বাদশ প্রকার পুত্রের উপলক্ষে পরাশর চারি প্রকার পুত্র বলিয়াছেন ইহাও ভাষ্যকার লিখিয়াছেন। ক্ষেত্রজাদি পুত্রের ব্যবস্থা কলীতর কালে শাস্ত্র দৃষ্টে স্থিরকরিয়া ভাষ্যকার যুগান্তর বিষয় কহিয়াছেন। পরাশর সংহিতায় যদি

ছিলেন (তামেবচোদ্বহেৎ) তাহাকেই বিবাহ করিবে এমত কহিতেন না। সুতরাং প্রতিগৃহ্য শব্দে বাক্যেই প্রতিগ্রহ স্থির হইয়াছে।

যখন নারদ সংহিতায় কন্যা বলিয়া উক্ত করিয়াছেন তখন কোনক্রমেই সুনিষ্পন্ন বিবাহিতা স্ত্রীদিগের অন্যবরে দান বোধ হইতেছে না। যদি বল বরণ শব্দে বাগ্দান কিসে বুঝায়? উত্তর তাহা ঐ নারদ সংহিতায় কথিত হইয়াছে। যথা

স্ত্রীপুংসয়োস্তু সম্বন্ধাৎ বরণং প্রাগ্বিধীয়তে। বরণাদ্গ্রহণং পাণেঃ সংস্কারোঽয়ং দ্বিলক্ষণঃ। তয়োরনিয়তং প্রোক্তং বরণং দোষদর্শনাৎ॥

স্ত্রীপুরুষের বিবাহের পূর্ব্বে বরণ; বরণের পর পাণিগ্রহণ এইরূপ দুইপ্রকার সংস্কার হয়। বরণের পর বরপক্ষে দোষ দর্শন হইলে অর্থাৎ কোন আপদ উপস্থিত হইলে ঐ বরণের স্থায়িত্ব নাই।

এইবচনে বরণ শব্দে বাগ্দান বুঝাইয়াছে বরদোষে তাহার অস্থায়িত্ব হয় সুতরাং অন্যবরে দান করা বিধেয় হইল। এবং বশিষ্ঠ ও মনু কহিয়াছেন। যথা

অদ্ভির্বাচা প্রদত্তায়াং ম্রিয়েতোর্দ্ধং বরো যদি। নচ মন্ত্রোপনীতা স্যাৎ কুমারী পিতুরেবসা।
পাণিগ্রহণমন্ত্রাস্তু নিয়তং দারলক্ষণং। তেষাং নিষ্ঠাতু বিজ্ঞেয়া বিদ্বদ্ভিঃ সপ্তমে পদে॥

জলস্পর্শ ও বাক্যদ্বারা দানকরার পর যদি বরের মৃত্যু হয় কিন্তু পাণিগ্রহণিক মন্ত্রের দ্বারা বিবাহ নিষ্পন্ন না হইয়া থা

কে তবে সেকন্যা পিতারই থাকে। কেননা বাগ্দান মাত্রে কন্যাত্ব দূর হয় না।

পাণিগ্রহণ মন্ত্র দ্বারা দার পরিগ্রহ হয়; কিন্তু স্পর্শাপ্তিকার সপ্তপদ গমন না হইলে বিবাহ নিষ্পন্ন হইতে পারে না। স্পর্শাপ্তিকার বিবাহ নিষ্পত্তি যাবৎ না হয় তাবৎ বরসম্বন্ধে দোষাদোষের বিচার আছে। সর্ব্বশাস্ত্রেই দুষ্টবরে কন্যা দান করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

অপর বিদ্যাসাগর মহাশয় কাশ্যপ বাক্যের প্রমাণ দিয়া বাগ্দত্তাবিবাহ বিষয়েরও আপত্তি উপস্থিত করিয়াছেন। যথা

> “সপ্তপৌনর্ভবাঃকন্যা বর্জনীয়াঃকুলাধমাঃ। বাচাদত্তা মনোদত্তা কৃতকৌতুকমঙ্গলা। উদকস্পর্শিতা যাচ যা চপাণিগৃহীতিকা। অগ্নিং পরিগতা যাচপুনর্ভূপ্রসবাচযা। ইত্যেতাঃ কাশ্যপেনোক্তা দহন্তি কুলমগ্নিবৎ॥

যে কন্যাকে বাক্যদ্বারা দানকরা হইয়াছে, যাহাকে মনে মনে দানকরা গিয়াছে যাহার হস্তে বিবাহ সূত্রবন্ধন করা গিয়াছে যাহাকে জলস্পর্শ দান করা গিয়াছে। যাহার পাণিগ্রহণ নির্ব্বাহ হইয়াছে যাহার অগ্নিপ্রদক্ষিণ হইয়াছে পুনর্ভূর গর্ভে যাহার জন্ম হইয়াছে কাশ্যপ কহেন এই সাতপুনর্ভূ কন্যা বর্জ্জন করিবেক কাশ্যপোক্ত এই সাতকন্যা বিবাহিতা হইলে অগ্নির ন্যায় পতিকুল দগ্ধকরে॥

এইবচন দ্বারা বিদ্যাসাগর যুক্তি করিয়া দিয়াছেন যে “কাশ্যপ বচনে কোন স্থলের কথা বিশেষ উল্লেখিত

নাই। সুতরাংসকল যুগের পক্ষে সে সামান্য বিধি অথবা সামান্য নিষেধ হইতেছে। যখন কলিযুগের জন্যে এবিষয়ের বিশেষ বিধি অথবা বিশেষনিষেধ স্বতন্ত্র প্রাপ্তহওয়া যাইতেছে তখন সামান্য বিধি নিষেধের সহিত বিশেষ বিধি নিষেধের ঐক্য ও অবিরোধের প্রয়াস পাওয়া অ বাবশ্যক।

কাশ্যপ বচনে যে নিষেধআছে সে সামান্যাকারে নিষেধ সে সকল যুগে খাটিবেক তন্মধ্যে পরাশর পঞ্চাপৎকাল বিশেষ করিয়া কলিযুগে বিধবাদিগের পুনর্ব্বিবাহের বিধি দিয়াছেন। যথা

নষ্টেমৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ। প
ঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

স্বামী অনুদ্দেশ হইলে মরিলে সংসারধর্ম্ম ত্যাগকরিলে ক্লীবস্থির হইলে ও পতিত হইলে স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ করা শাস্ত্র বিহিত।

পরাশরোক্ত এই পাঠক্রমে বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহের বিশেষ বিধি দৃষ্ট হইতেছে॥।

উত্তর। কাশ্যপ বচনে বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ নিষেধ ইহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একপ্রকার স্বীকার করাহইয়াছে; কেননা উক্তবচনে যেমন বাগ্দত্তাবিবাহ নিষেধ সেই রূপবিবাহিতা স্ত্রীরও পুনর্ব্বিবাহ নিষেধের উল্লেখআছে। বাগ্দত্তাদির বিবাহ সর্ব্বযুগে নিষেধ মানিয়া পরাশরোক্ত নষ্টেমৃতে বচনের বিধিকে বিশেষবিধি বোধে যে কলিযুগে বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা করিতে ব্যগ্রহইয়াছেন সে

ব্যবস্থা বিচারসহ হইতে পারেন। কেননা পরাশর আপৎ কালে স্ত্রীদিগের পক্ষে যে বিধি করিয়াছেন সেবিধি বিবাহিতা স্ত্রীরপক্ষে না করিয়া বাগ্দত্তা পক্ষেই স্থিরকরা সুসঙ্গত হইতেছে।

যেহেতু (নষ্টেমৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ) ইত্যাদি অনুদ্দেশ মৃত প্রব্রজিত ক্লীব পতিত পতি হইলে অন্যপতি বিধেয় এই পরাশরোক্ত বিধি প্রচরাশিষ্ট সংখ্যানুবাদঃ পরিসংখ্যা নহে। অর্থাৎ পরাশরোক্তবচনে প্রচরশিষ্ট সংখ্যানুবাদ প্রযুক্ত নাবকাশ বিধি হইয়া উক্ত বিদ্যাসাগরের লিখিত বিশেষবিধি হইতে পারিলনা।

প্রচরশিষ্টসংখ্যানুবাদ সেস্থলে বলাযায় যেস্থলে একাধার বিধির প্রচরত্বাসত্ত্বে কিয়দংশের পরিগ্রহণ হয়। পরিসংখ্যা তাহাকে বলে যাহার নিয়মের অতিরিক্ত সংখ্যা করিবার সম্ভাবনা থাকে।

এখানে পরাশর অনুদ্দেশমৃত প্রব্রজিত ক্লীব পতিত পতি হইলে স্ত্রীদিগের অন্যপতি বিধানের যেমন অনুশাসন করিয়াছেন সেইরূপ অন্যজাতীয় বিকলাঙ্গ রোগজ দানশীযরোগগ্রস্ত পতি হইলেও স্ত্রীদিগের অন্যপতি গ্রহণের কাত্যায়নের অনুমতি আছে।

সুতরাং পরাশরোক্ত কেবল ঐ পঞ্চাপৎ হইলেই যে অন্যপতি হইবে এমত নহে কাত্যায়নোক্ত এসকল আপৎ হইলেও অন্যপতি বিধান করিবে।

যেহেতু শাস্ত্রান্তরে এসকল আপৎ আছে বলিয়াই পরাশর (নষ্টেমৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতেপতৌ) এইব

চবে ক্লীবের উত্তর চকার দিয়া কাত্যায়নোক্ত আপৎ সকলের আকাংক্ষা করিয়াছেন। যথা

সতু যদ্যন্যজাতীয়ঃপতিতঃক্লীব এব বা। বিকর্ম্মস্থঃসগোত্রো বা দাসো দীর্ঘাময়োপি বা। ঊঢ়াপি দেয়া চান্যস্মৈ সহ্যাবরণ ভূষণা।

সেইবর যদি অন্যজাতীয় হয় পতিতহয় ক্লীবহয় এবং বিকর্ম্মস্থ সগোত্র দাস অথবা দীর্ঘরোগী হয়। তবে কন্যাকে বস্ত্রাভরণে ভূষিতা করিয়া অন্যবরে দিবেক।

যেমন পরাশর আপৎ কহিয়াছেন সেইরূপ কাত্যায়ন ও আপৎ কহিয়াছেন। সুতরাং পরাশরোক্ত পঞ্চ শব্দ পরিসংখ্যা নাহইয়া প্রচয়শিষ্ট সংখ্যানুবাদ হইল। এবং পরাশর, উক্তবচনেচকারদ্বারা যে এইসকলকাত্যায়নবচনোক্ত আপৎ কে আকাংক্ষা করিয়াছেন তাহাও স্পষ্ট প্রতীয়মান্ হইতেছে। নচেৎ তদ্বচনে চকারের আর কোন অর্থই বোধ হয়না। এবং কাত্যায়ন বচনে যখন আপৎ দৃষ্ট হইতেছে তখন ঐ চকারকে পাদপূরণে ও বলাযায়না।

এই সকল কারণে পরাশরোক্ত বিধিকে সাবকাশ বিধি বলাই সঙ্গত হইল। তাহাহইলে আর কোনক্রমেই বিশেষ বিধিবলা গেলনা। যদি বিশেষ বিধি নাহইয়া সাবকাশ বিধিস্থির হইল তবে নিরবকাশ বিধি প্রযুক্তপুরাণাদির বচন তন্নিষেধক রূপে সহজেই বলবৎ হইয়া উঠিল। যেহেতু সাবকাশ বিধি হইতে নিরবকাশ বিধি বলবানহয়।

তবে বিশেষ বিধিকে ও সামান্য বিধিকে একপস্থলে জানা করিতে হইবে। যথা(নরাজ্ঞো পারণং তুর্য্যাদুক্ত

বৈরোহিনী ব্রতাৎ।) রোহিণী ব্রত ব্যতিরিক্ত আর কোন ব্রতে রাত্রিপারণ নাই। যদ্যপি আর কোনশাস্ত্রে অন্য কোন ব্রতে রাত্রিপারণের নিষেধথাকিত; তবে রোহিণী ব্রতের রাত্রিপারণের বিধি.ক বিশেষ বিধি নাবলিয়া সাবকাশ বিধি কহিতে হইত। সাবকাশবিধি হইলে রাত্রি পারণ নিষেধবিধি নিরবকাশবিধি হইয়া বলবদ্রূপে রোহিণীব্রতের রাত্রি পারণ বিধিকে এককালীন নিষেধ করিয়া তুলিত। অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয় যে পরাশর বচনকে বিশেষবিধি বলিয়া ব্যবস্থাকরিয়াছিলেন তাহাসম্যক্রূপে নিরস্ত হইয়াগেল। কোনমতেই তাঁহার সংস্থাপনের সংগতি হইয়া উঠিল না।

যদিবল যেস্থলে পাঁচটা আপৎ সুস্পষ্ট আছে এবং চকার দ্বারা কাত্যায়নোক্ত আপদের ও আকাঙ্ক্ষা হইতেছে সেস্থলে আর পঞ্চশব্দ দেওয়া অনাবশ্যক। উত্তর। এই পঞ্চশব্দে প্রকারগত ভেদকরিয়াছেন। যেমন নষ্টপদে অনুদ্দিষ্ট; সেইরূপ কারাবরুদ্ধ ও বোধহইবে; ক্লীবশব্দাতে নষ্টপতির ও আকাংক্ষা করিবে এইনিমিত্ত পঞ্চশব্দ লিখিত হইয়াছে কেবল পাঁচটাই আপৎ এমত নহে।

এস্থলে এরূপকহিতেপারেন যে বিধবাদিরপুনর্ব্বারবিবাহ নিষিদ্ধ হইলে কাশ্যপোক্তনিষেধবাক্য বাগ্দত্তারই বাবিবাহে কিরূপে হইতে পারে। উত্তর, তাহার প্রতিপ্রসব আছে। যথাহ নারদঃ।

দত্বাং ন্যায়েনবঃকন্যাং বরায় নদদাতি তাং। অদুষ্টাশ্চেৎবরোরাজ্ঞা সদণ্ড্যঃ স্তেচৌরবৎ।

যদি বিধিপূর্ব্বক অদুষ্টবরে বাগ্দান করিয়া তাহাকে নাদিয়াপুনর্ব্বার ঐ কন্যাকে কন্যাদাতা অন্যবরে সমর্পণ করে তবে রাজা কর্ত্তৃক ঐব্যক্তি চৌরেরন্যায় দণ্ডনীয়হয়।

এই সকল বচনানুসারে কাশ্যপ মুনির নিষেধবাক্যের রক্ষা হইয়াছে। অর্থাৎ বাচাদত্তা ইত্যাদি বচনে বাগ্দত্তার যেবিবাহ বর্জ্জন করিয়াছেন; সে অদুষ্টবর বিষয়ক দুষ্টবর বিষয়ক নহে; যেহেতু বরদোষ নাথাকিলে অন্যবরে দিলে দণ্ডনীয় হইবে বরদোষ দৃষ্টহইলে ঐ কন্যাকে তৎপিতা অন্যবরে দানকরিতে পারিবেক। সুতরাং বাগ্দত্তার বিবাহ বিষয়ে কাশ্যপ বাক্যের সুন্দর সঙ্গতি হইল।

বাগ্দত্তাকে দানকরিতে পারিবেক নিষ্পন্ন বিবাহিতার সংশয় নাই। যেহেতু কাত্যায়ন বচনেরসহিত আপৎ বিষয়ে ঐক্য হওয়াতে পরাশরোক্ত নষ্টেমৃতে বচনই বাগ্দত্তাদি বাহের বিধি হইয়াছে। যথাহ কাত্যায়নঃ।

সতু যদ্যন্য জাতীয়ঃ পতিতঃ ক্লীবএববা। বিকর্ম্মস্থঃ
সগোত্রো বা দাসো দীর্ঘাময়োহপিবা। ঊঢ়াপি
দেয়া চান্যস্মৈ সহাবরণ ভূষণা।

বাক্যদান করিলেপর যদিজানাযায় যে সেইব্যক্তিভিন্ন জাতীয় বা পতিত ও ক্লীব কি বিকর্ম্মস্থ ও সগোত্র কিম্বা দাসাজীবী অথবা দীর্ঘরোগী হয়; তবে কন্যা ঊঢ়াহইলেও বস্ত্রাভরণে ভূষিতা করিয়া অন্যকে দেওয়া ভালহয়।

এস্থলে এমত আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে যে এরূপ আপৎ হইলে সগোত্রোঢ়ারও কাত্যায়ন মতে বিবাহ দিতে পারিবেক তাহা পারিবেক না, যেহেতু শ্রুতি স্মৃতি বিরুদ্ধ হইতেছে। যথা

মাতৃবদেনাং পরিপালয়ে দিতি।
সগোত্রোঢ়াকে মাতারন্যায় প্রতিপালন করিবেক। তা হাকে পাত্রান্তরে দান করিবেক না।

যদ্যপিএইপ্রকারবিচারকরিয়া বাগ্দত্তারবিবাহ দেওয়াই স্থির সিদ্ধান্ত হয়, তবে উপরিউক্ত কাত্যায়ন বচনে যে (উঢ়াপি দেয়া চান্যস্মৈ) বিবাহিতাকে ও অন্যবরে দিবে বোধহইতেছে তাহার উপায়কি। উত্তর। উঢ়া অপি দেয়া এইবাক্যে অপি শব্দে কৈমুতিক ন্যায় গ্রহণ হইতেছে। অর্থাৎ যে ভারবহনকরিতে দুর্ব্বলব্যক্তি ও সমর্থ। সে ভারবহন করিতে সুতরাংবলবানব্যক্তিসমর্থ হইবেক। সেইরূপ এস্থলে বাগ্দত্তার বিবাহই বুঝাইতেছে; কেনন। দ্বিতীয়বিবাহবিষয়ে বিবাহিতা স্ত্রীকে দুর্ব্বলবাগ্দত্তাকে বলাধিশিষ্টা বলিতে হইবে। অতএব উঢ়াপদের লক্ষ্যার্থ স্থিরহইল। অথবা অপিশব্দে দোষেরউৎকর্ষতা জানাইবার নিমিত্ত (উঢ়াপি দেয়া) কহিয়াছেন, উপরিউক্ত বরদোষ উপস্থিত হইলে বাগ্দত্তাকে অন্যবরে দিতেপারে বরং এতাদৃক্ গুরুতর দোষ দৃষ্টে উঢ়াকেও অন্যবরে দেওয়াজায়। এ নিমিত্ত উঢ়ার পুনর্ব্বার বিবাহ বিধেয়হইতে পারে না।

যেমন হরিভক্তির উৎকর্ষতা স্থলে (শ্বপচোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ) বলিয়াছেন অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডালও শ্রেষ্ঠহয়। এইবাক্যে যে যথার্থই চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ হইল এমত শাস্ত্রাভিপ্রায় নহে। শুদ্ধভক্তি প্রশংসামাত্র। নতুবা চণ্ডালব্রাহ্মণেরন্যায়ব্যবহারার্হ হইবেক না। তাহাহইলে (অনাচারাদ্দ্বিজাঃপূজ্যা নচশূদ্রা জিতেন্দ্রিয়াঃ।) ইত্যাদি বচনের

স্থল থাকেন)। কিম্বা (আশংসায়াং ভূতবচ্চ) এইপাণিনিসূত্রদ্বারা ঊঢ়াশব্দে উদ্বহনীয়া অর্থাৎ বাগ্দত্তাও বলাযাইতে পারে। এই সকলপ্রমাণেবাগ্দত্তারই বিবাহসঙ্গত হইল। কাশ্যপোক্ত বাগ্দত্তাদিরবিবাহনিষেধকবচনদ্বারা যেবাগ্দত্তারবিবাহপক্ষে আপত্তিআনয়ন করিয়াছিলেনতাহা অদৃষ্টবরবিষয়েপ্রমাণপ্রদর্শনপূর্ব্বকপূর্ব্বেইখণ্ডনকরা গিয়াছে। এবং পরাশরোক্ত নষ্টেমৃতেবচনের সহিতকাত্যায়নোক্ত সত্বযদ্যন্য জাতীয় ইত্যাদি বচনের একবাক্যতা হওয়াতে পরাশরোক্ত নষ্টেমৃতে ইত্যাদি বচন বাগ্দত্তার বিবাহপক্ষেই স্থির হইল। বিদ্যাসাগর সুপণ্ডিতহইয়া কি বিবেচনায় নারদ বচনেরসহিতপরাশরোক্ত নষ্টেমৃতেবচনের ঐক্য করিয়াছেন বুঝিতেপারিলাম না তবে একপ্রকারলিপিভঙ্গীতে অনুভব হইতেছে যে (যাহাঁরা পরাশরের নষ্টেমৃতে বচনের অর্থে বাগ্দত্তার বিবাহ স্থির করিতে চেষ্টাপান তাহাঁরা নারদ সংহিতায় যে স্পষ্টরূপে নষ্টেমৃতেইত্যাদি বচনদ্বারা বিধবাদি স্ত্রীদিগের বিবাহের বিধি দিয়াছেন তাহাকে কোন্ যুক্তিতে খণ্ডন করিয়া বাগ্দত্তার বিবাহকেস্থির রাখিবেন)। যথা নারদসংহিতা।

॥ নষ্টেমৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥ অষ্টৌবর্ষাণ্য পেক্ষেত ব্রাহ্মণী প্রোষিতং পতিম্। অপ্রসূতাতু চত্বারি পরতোন্যং সমাশ্রয়েৎ॥ ক্ষত্রিয়াষট্‌সমাস্তিষ্ঠে দপ্রসূতা সমাত্রয়ং। বৈশ্যাপ্রসূ

ত্বা চত্বারি দ্বেবর্ষে স্থিতয়া বসেৎ। নশূদ্রায়াঃ স্মৃতঃ কাল এষ প্রোষিত যোষিতাং। জীবতি শ্রূয়মাণেতু স্যাদেষ দ্বিগুণো বিধিঃ। অপ্রবৃত্তৌতু ভূতানাং দৃষ্টিরেবা প্রজাপতেঃ। অতোঽন্য গমনে স্ত্রীণামেবদোষো নবিদ্যতে।

স্বামী অনুদ্দেশ হইলে মরিলে সংসারধর্ম্ম ত্যাগকরিলে ক্লীবস্থির হইলে অথবা পতিত হইলে স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ করা শাস্ত্র বিহিত। স্বামী অনুদ্দেশ হইলে ব্রাহ্মণ জাতীয়া স্ত্রী আটবৎসর প্রতীক্ষা করিবেক যদি সন্তান না হইয়াথাকে তবে চারিবৎসর তৎপরে বিবাহ করিবেক। ক্ষত্রিয় জাতীয়া স্ত্রী ছয়বৎসর প্রতীক্ষা করিবেক যদি সন্তান হইয়াথাকে তবে তিনি বৎসর। বৈশ্য জাতীয়া স্ত্রী যদি সন্তান হইয়াথাকে তবে চারিবৎসর নতুবা দুইবৎসর। শূদ্রজাতীয়া স্ত্রীর কালনিয়ম নাই অনুদ্দেশ হইলেও যদি জীবিত আছে বলিয়া শুনিতে পাওয়াযায় তাহাহইলে পূর্ব্বোক্ত কালের দ্বিগুণ কাল প্রতীক্ষা করিবেক। কোন সংবাদ নাপাইলে পূর্ব্বোক্ত কালনিয়ম। প্রজাপতির এই মত। অতএব এমত স্থলে স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ করা দোষাবহ নহে। ০০০।

কারণ অনুদ্দেশাদি স্থলে সন্তান হইলে একপ্রকার কাল নিয়ম নাহইলে আরপ্রকার কালনিয়ম দৃষ্ট হইতেছে। বাগদত্তা বিষয়ে এই বিধি হইলে সন্তান হওয়া ও নাহওয়া একথার উল্লেখ কিপ্রকারে সম্ভব হইতে পারে ।৷০

উত্তর। এই নারদ বচনের উপক্রম গোপনকরিয়া শুদ্ধ

নষ্টেমৃতে ইত্যাদি বচনকে ধৃতকরিয়া মনোভিমত ব্যাখ্যাকরা প্রকরণের বিধি খণ্ডন পূর্ব্বক বিবাহিতার পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

এতদ্বিষয়ের বিচারে বিদ্যাসাগরের অনবধানতা বা চতুরতাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। ফলে অনবধানতা নহে শুদ্ধ চতুরতাই করিয়াছেন। কেমনা যখন নারদসংহিতার নিক্ষেপ প্রকরণের বচন ধৃতকরতঃ তাহার উপক্রমের অংশাকরণ করিয়া বিধবাদিগের বিবাহ বিধি বলিয়া লিপিপ্রকাশ করিয়াছেন; তখন তাহার চতুরতা ভিন্ন কিছুই বোধ হইতে পারেনা। অতএব সর্ব্বসাধারণের বোধজন্য উক্ত নারদ সংহিতার নষ্টেমৃতে বচনের পূর্ব্ববচন সহিত প্রকট ন করিতেছি; তদ্দৃষ্টে পাঠকবর্গ অবশ্যই বিবেচনা করিতে পারিবেন যে নারদসংহিতার বচনের অর্থে বিধবাবিবাহের বিধি কি আপৎকালে ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদন নিমিত্ত নিয়োগের বিধিই কয়। যথা;

অক্ষতে দোষেণোঢ়াষা নির্দ্দোষানন্যমাশ্রিতা। ব
ক্ষ্ণিভিঃসা নিয়োক্তব্যা নির্বন্ধ প্রবৃত্যাজ্ঞরেৎ। নষ্টে
মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ। পঞ্চস্বা
পৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥ অষ্টৌবর্ষা
ণ্যপেক্ষেত ব্রাহ্মণী প্রোষিতং পতিং। অপ্রসূতাচ
চত্বারি পরতোহন্যং সমাশ্রয়েৎ॥ ক্ষত্রিয়াষট্ সমা
স্তিষ্ঠেদপ্রসূতা সমাত্রয়ং। বৈশ্যাপ্রসূতা চত্বারি
দ্বেবর্ষে ত্বিতরা বসেৎ॥ নশূদ্রায়াঃ স্মৃতঃকাল এ
ষ প্রোষিত যোষিতাম্। জীবতি শ্রূয়মাণেতু স্যাদে

য দ্বিগুণো বিধিঃ॥ অত্রবৃত্তৌ তু ভূতানাং দৃষ্টিরেবা প্রমাণতঃ। অতোঽন্য গমনে স্ত্রীণামেষ দোষো নবিদ্যতে॥

অজ্ঞাত দোষে বিবাহ হইলেও যদি স্ত্রীলোকেরা অন্যকে আশ্রয় নাকরে। অর্থাৎ বাগ্দানের কালে বরদোষ নাজানিয়া বিবাহিতা হয়; কিন্তু আপনার শীলরক্ষার্থে অন্য ব্যক্তিকে আশ্রয় নাকরে। সেইনির্দোষা স্ত্রী বন্ধুগণ কর্তৃক নিযুক্তা হইয়া অন্যপতি হইতে বংশরক্ষার্থ ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদন করিতেপারে যদি তাহার বন্ধুর অভাবহয় তবে স্বয়ং অন্যপুরুষকে আশ্রয় করিবেক। পতি অনুদ্দেশ, মৃত; সন্যাসী; ক্লীব;ও পতিত হইলে স্ত্রীদিগের অন্যপতি বিধেয়। তাহারমধ্যে পতি অনুদ্দেশ হইলে কিরূপ কালের প্রতীক্ষা করিবে তাহাও কহিতেছেন। যদি প্রসূতা ব্রাহ্মণীর পতি অনুদ্দেশ হয় তবে আটবৎসর অপেক্ষাকরিবে সন্তান না হইলে চারিবৎসর। ক্ষত্রিয়া ছয়বৎসর অপ্রসূতা তিনবৎসর। প্রসূতা বৈশ্য স্ত্রী চারিবৎসর অপ্রসূতা হইলে দুইবৎসর প্রতীক্ষা করিয়া পরে অন্যের আশ্রয় করিবেক। শূদ্রস্ত্রীর কালনিয়ম নাই। ঐ অনুদ্দিষ্ট ব্যক্তির কোন সংবাদ নাপাইলে এইপ্রকার কালনিয়ম; জীবিত আছে শুনিতে পাইলে পূর্ব্বোক্তকালের দ্বিগুণ কাল প্রতীক্ষা করিবেক; অতএব অন্যপুরুষ গমনে স্ত্রীদিগের ব্যভিচার দোষহয়না।

সুতরাং (অজ্ঞাত দোষেণোঢ়ায়া নির্দ্দোষানন্যাশ্রিতা বন্ধুভিঃ সানিযোক্তা॥ নির্বন্ধু স্বয়মাশ্রয়েৎ) ইত্যাদি

নিয়োগের উপক্রম করিয়া (অপ্রবৃত্তৌতু ভূতানাং দৃষ্টি রেষা প্রজাপতেঃ। অতোন্যগমনে স্ত্রীণা মেষদোষো নবিদ্যতে) এই নিয়োগের উপসংহার করিয়াছেন। ইহাতে বিবাহবিধির নামও নাই শুদ্ধক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদন নিমিত্ত অন্যের আশ্রয় করিবে তাহারই বিধি দিয়াছেন যেহেতু, অন্যকে আশ্রয় করিবে অন্যপতির বিধান করিবে অন্যগমনে পুত্রোৎপাদন করিবে এই সকল অন্যশব্দ নিয়োগ বোধক ব্যতীত কোনক্রমেই বিবাহ বোধক হইতে পারেনা।

বিদ্যাসাগর মহাশয় উপক্রম বচনের অপহরণ করতঃ আপনার মনেরমত অর্থকরিয়া যে বিধবাদি স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহের বিধিবলেন সে অত্যন্ত অসঙ্গত হয়। তবে সন্তান হইলে একপ্রকার কালনিয়ম না হইলে আর প্রকার কালের যে নিয়মকরিয়াছেন সে মৃতপুত্রিকাবিষয়।

যদ্যপি বিদ্যাসাগর নারদসংহিতার এই প্রকরণের আদ্যোপান্ত নিবিষ্টচিত্তে দৃষ্টি করিতেন তবে বিধবার বিবাহ বলিয়া এরূপ লিখিতে পারিতেন না।

এই নারদ সংহিতার বচনে বিধবার বিবাহ বিধিকে যদি প্রতিপন্ন করিতে পারেন তবে আমরা তল্লিখিত বিধবার বিবাহ ব্যবস্থায় স্বীকৃত হইতে ক্ষণকাল ও বিলম্ব করিব না।

সে যাহাহউক নারদবচনের সহিত একবাক্যতা করাতে পরাশরোক্ত নষ্টেমৃত ইত্যাদি বচনে বিধবাদিস্ত্রীর নিয়োগদ্বারা ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনেরই বিধি স্থির হইল।

এস্থলে বিবেচনা করিতে হইবে যে কলিযুগে নিয়োগ দ্বারা ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনের বিধি আছে কি না। কলি যুগে নিয়োগ দ্বারা ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনের বিধিনাই মনুসংহিতায় লিখিত আছে। যথা

নান্যস্মিন্ বিধবানারী নিযোক্তব্যা দ্বিজাতিভিঃ।
অন্যস্মিন্ হি নিযুঞ্জানাধর্ম্মং হন্যুঃসনাতনং।

ব্রাহ্মণাদি জাতীয়েরা ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনার্থে বিধবা স্ত্রীকেঅন্যপুরুষে নিযুক্ত করিবেক না। অন্যপুরুষে নিযুক্ত করিলে সনাতন ধর্ম্ম নষ্টকরা হয়।

সুতরাং কলিযুগে নিয়োগবিধি নিষিদ্ধ হইলে পরাশরোক্ত নষ্টেমৃতে বচনের বিষয় বাগ্দত্তা কন্যাতেই বর্ত্তিতে পারে। কিন্তু মাধবাচার্য্য পরাশরোক্ত (ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃকৃত্রিমকঃসুতঃ ইত্যাদি) ক্ষেত্রজ পুত্রের বিধি দৃষ্টে যুগান্তর বলিয়াছেন। কেননা কলিযুগে নিয়োগ নিষেধ থাকাতে ক্ষেত্রজ পুত্র হইতে পারেনা। সুতরাং তাৎপর্য্যাধীন যুগান্তর বিষয় হইয়া উঠিল। এবং পরাশর সংহিতার তাৎপর্য্যাবধারণ করিলেই বোধ হইতে পারে যে পরাশর চারিযুগের ধর্ম্মই কহিয়াছেন তবে সর্ব্বাপেক্ষা কলিযুগ ধর্ম্মই অধিকাংশ বলিয়াছেন মান্য করিতে হইবে। নচেৎ অন্যযুগের ধর্ম্ম কিছুই বলেন নাই এমত হইলে ক্ষেত্রজ পুত্রের উল্লেখ করিতেন না।

ভগবান্ মনুস্বয়ং নিয়োগের বিধিদিয়া স্বয়ং যে নিষেধ করিয়াছেন তাহার এই অভিপ্রায়; যুগক্রম প্রযুক্তঅন্যেরা যথাবিধানে নিয়োগদ্বারা ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদন করি

তে পারিবেক না। অর্থাৎ কলিযুগে নিয়োগের বিধান নিষেধ করিয়াছেন। যথাহবৃহস্পতিঃ।

উক্তো নিয়োগো মনুনা নিষিদ্ধঃ স্বয়মেব হি। যুগক্রমাদ শক্যোয়ং কর্ত্তুমন্যৈর্ব্বিধানতঃ।

স্বয়ং মনু নিয়োগ উক্ত করিয়া স্বয়ং নিষেধ করিয়াছেন যুগহ্রাস প্রযুক্ত অন্যেরা যথা বিধানে নিয়োগ নির্ব্বাহ করিতে শক্ত হইবেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় মনুর মতে নিয়োগের বিধি নিষেধ দেখিয়া মনুবাক্যের মহত্ত্ব অঙ্গীকারে নারদ স্মৃতিকে মনুস্মৃতির তুল্যাবয়ব জ্ঞান করিয়া তদুক্ত (নষ্টে মৃতে) বচনের সহিত পরাশরোক্ত নষ্টে মৃতে বচনের ঐক্য করিয়া বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। ইহা তাঁহার অনবধানতা; যেহেতু নারদাদি সংহিতাতে নষ্টে মৃতে বচনের পূর্ব্বে ও পরে উপক্রম উপসংহার দ্বারা নিয়োগ বিষয়ের বিধি ব্যতীত বিধবা বিবাহের ঘটনা হইতে পারে না। অপর অপ্রাকরণিক বলিয়া মনু বচনের বৃহস্পতি সম্মত কুল্লুভট্টের ব্যাখ্যার প্রতি যে শ্লিষ্টবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন সে বচন লিখিতেছি। যথা

নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ত্যতে ক্বচিৎ।
ন বিবাহ বিধাবুক্তং বিধবা বেদনং পুনঃ।

বিবাহ বিধায়ক মন্ত্রের মধ্যে কোন শাখায় নিয়োগের উল্লেখ নাই বিবাহ বিধিস্থলে বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ ও উক্ত হয় নাই।

বিদ্যাসাগর মহাশয় এই মনুবাক্যকে অপ্রাকরণিক বলি

য়া কোন বৈয়াকরণের সহকারিতার ব্যুৎপত্তিবলে প্রকরণ সিদ্ধ করিয়া আপনার মনের মত মনু বচনের অর্থ করিয়া গিয়াছেন। যথা

;; বিবাহ সংক্রান্ত মন্ত্রের মধ্যে নিয়োগের উল্লেখ নাই বিবাহ বিধিস্থলে বিধবার ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনার্থ গ্রহণও উক্তহয় নাই।;;

এইরূপ নানাস্থলে স্বকার্য্য উদ্ধার করিবার নিমিত্ত কত প্রকারই চতুরতা করিয়াছেন। ইহাতে বিদ্যাসাগরের অপেক্ষায় তৎসহকারি বৈয়াকরণের ব্যুৎপত্তিকেই ধন্যবাদ করিতে হয়;।

উপরিউক্ত (নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ত্যতে কুচিৎ) এই অর্দ্ধ বচনের অর্থে বিবাহ বিধায়ক মন্ত্রে নিয়োগের উল্লেখ নাই। অর্থাৎ বিবাহের ন্যায় নিয়োগের কোন মন্ত্রনাই। ইহাতে যদিকেহ এমত আশঙ্কা করেন যে বিবাহোচিত মন্ত্রে নিয়োগ নাই যখন মনুকহিয়াছেন; তখন নিয়োগ নাকরিয়া যথাবিহিত মন্ত্রদ্বারা বিধবাকে বিবাহকরিতে বাধা কি। এইআশঙ্কা নিবারনার্থেঐবচনের উত্তরার্দ্ধে (নবিবাহ বিধাবুক্তং বিধবা বেদনংপুনঃ) অর্থাৎ বিবাহ বিধিতেও বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহের উক্তি নাই। এইপ্রকার স্মৃতি সম্মত ব্যাখ্যাকে অপ্রাকরণিক ব্যাখ্যা বলা বাদীমহাশয়ের কি উচিত হইয়াছে; এমত স্থল ভিন্ন স্বতন্ত্রবিধবাবিবাহের প্রকরণ কোথায় প্রাপ্ত হইবেন যেহেতু অষ্টপ্রকার বিবাহ ব্যতীত বিবাহই নাই।যথা

ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্য স্তথাসুরঃ গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচ শ্চাষ্টমোঽধমঃ ।

ব্রাহ্ম বিবাহ দৈববিবাহ আর্ষবিবাহ প্রাজাপত্য বিবাহ আসুর বিবাহ গান্ধর্ব্ব বিবাহ রাক্ষস বিবাহ পৈশাচ বিবাহ । এই অষ্টপ্রকার ভিন্নবিবাহ প্রকরণে নবমপ্রকার কহেন নাই; সুতরাং প্রসঙ্গাধীন নিন্দ্যকর্ম্ম নিয়োগ প্রকরণে বিধবা বিবাহের নিষেধ করিয়াছেন । যাঁহারা প্রকরণ পর্য্যালোচনায় স্বার্থসাধন তৎপর তাঁহারাই অপ্রাকরণিক বলিতে ব্যগ্র হন ।

এতদ্বিচারের পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে পরাশরোক্ত নষ্টেমৃতে ইত্যাদি বচনে বিধবাদি স্ত্রীদিগের নিয়োগের বিধিই সঙ্গত বোধহয়, কিন্তু তাহাও কলিতে নিষেধ করিয়াছেন অগত্যা বাগ্দত্তার বিবাহ দেওয়াই স্থির হইতে পারে; তবে কাশ্যপ বচনে যে নিষেধ দৃষ্টহইতেছে সে নির্দ্দোষ বরে বাগ্দান করিলেপর আর অন্যবরে দান করিতে পারেনা ইহাই ভাষ্যকার ও সমস্ত টীকাকার এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতদিগের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতেছে।

বিদ্যাসাগর কোনস্থলে এমত আশয়ে লিখিয়াছেন যে বিধবাবিবাহ মনুবিরুদ্ধ হইলেও পরাশর মতে দেওয়া যাইতে পারে কেননা মনুর মতকে অতিক্রম করিয়াও এক্ষণে অঙ্গিরাপ্রভৃতির মতের অনেক ব্যবহার দৃষ্টহইতেছে ।

!! মনু লিখিয়াছেন ত্রিংশৎবর্ষবয়স্কপুরুষ দ্বাদশবৎসরের কন্যা এবং চতুর্বিংশতি বৎসরের পুরুষ অষ্টবৎসরের কন্যাকে বিবাহ করিবে । অঙ্গিরা লেখেন অষ্টম নবম দশ এবং

সরই কন্যার বিবাহের প্রশস্তকাল। পুরুষের কালের নির্ণয় করেন নাই। অতএব একণে অঙ্গিরার মতেই সকলে চলিতেছেন মনুর মতে কেহই চলিতেছেন না। সুতরাং বিধবা বিবাহেও এইরূপ মনুবাক্যের উল্লংঘন করায় দোষ হইতেপারে না। বৃহস্পতিযে(প্রাধান্যংহিমনোঃ স্মৃত্নিতি) বলিয়াছেন তাহা কিরূপেগ্রাহ্য হইতেপারে।

উত্তর। বৃহস্পতি যাহা কহিয়াছেন এবং (মনুর্বৈষৎকিঞ্চিদবদতি) ছান্দোগ্যে যে কহিয়াছেন ইহাই গ্রাহ্য বৃহস্পতিবাক্যওছান্দোগ্যবাক্যত্যাগকরিয়া বিদ্যাসাগরের যুক্তিকে গ্রাহ্য করা কিরূপে সঙ্গতহইতে পারে।মনুরসহিত কোনস্মৃতির অনৈক্যনাই। ত্রিংশৎ বৎসর ও চতুর্বিংশতি বৎসরের পুরুষদ্বাদশবৎসর ও আটবৎসরেরকন্যাকে নিয়মিতউভয় কালেরমধ্যেই সত্বরহইয়া বিবাহকরিবেক উক্ত কালের অতিক্রম করিবেন।

স্ত্রীদিগের পক্ষে অষ্টবৎসর মুখ্যকাল দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত গৌণকালেরসীমা করিয়াছেন। কন্যার দশমবৎসরে বিবাহ দিবেক যে অঙ্গিরা কহিয়াছেন তাহাতে কন্যাদাতার ফলাতিশয় দর্শন করাইয়াছেন। দ্বাদশ বৎসরে বিবাহদিলে অসিদ্ধ হইবে বা কন্যাদাতার অধর্ম্ম হইবে এমত মনুবচনের অর্থ নহে। গৃহস্থ ধর্ম্মের প্রতি বিলম্ব করিবেক না এই ত্বরামাত্র করিয়াছেন।

বিদ্যাসাগর ধর্ম্মভ্রষ্টভয় বলিয়া যে লিখিয়াছেন সেই ধর্ম্ম শব্দ এস্থলে গার্হপত্যধর্ম্ম।

এইরূপ যেযে স্থলে মনুর সহিত অন্যান্য সংহিতার বি

রোধ দেখাইয়াছেন, সেই সেই স্থলে এইরূপ মীমাংসায় মনুর প্রাধান্যই করিয়াছেন, ফলিতার্থ বিধবা বিবাহ হও য়া ও নাহওয়ার পক্ষে সেকল আপত্তির উপযোগিতানা ই একথার খণ্ডনার্থে লিপিপ্রয়োগের প্রয়োজন হইল না। এবং পরাশরসংহিতার ৭ অধ্যায়েও ইহার একপ্রকার মী মাংসা করিয়াছেন। যথা।

অষ্টবর্ষা ভবেদ্গৌরী নববর্ষাচ রোহিণী। দশব র্ষাভবেৎ কন্যা অতউর্দ্ধং রজস্বলা। প্রাপ্তেন্তু দ্বা দশেবর্ষে যঃকন্যাং নপ্রয়চ্ছতি। মাসি মাসি রজস্ত স্যাঃ পিবন্তি পিতরঃস্বয়ং॥

অষ্টবর্ষা গৌরী নববর্ষা রোহিণী দশবর্ষা কন্যা তাহার পর রজস্বলা অর্থাৎ রজোহইবার সম্ভাবনা। দ্বাদশবৎ সরে যেব্যক্তি কন্যাদান নাকরে তাহার পিতৃলোক ঐ ক ন্যার রজ পানকরেন।

দশমবৎসরের পরেরজস্বলা বলারঅভিপ্রায় এইযে দশ ম বৎসর মুখ্যকাল পরে রজোযোগ হইবার সম্ভাবনা কিন্তু দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত ই কাল নিয়ম করিয়াছেন। অত এব মনুরমতে অষ্টবৎসর অবধি দ্বাদশবৎসর পর্য্যন্ত যেক ন্যাদানের কাল ইহা পরাশরের বচনেরসহিতঐক্যহইল। সুতরাং সর্ব্বকালেই মনুবাক্যের গ্রাহ্যতা আছে কেহই মনুবাক্যের অতিক্রম করেন নাই।

দানবিষয়ক বিচার

বিদ্যাসাগর বিধবাস্ত্রীকে তাহার পিতাদান করিবে বলি

য়া যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা শাস্ত্র বিচারের যোগ্য হয়না। যেহেতু বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্রে কন্যাকেইদান করিতে কহিয়াছেন। অকন্যাকে কোন শাস্ত্রে দান করিতে কহে ননাই।

ঋগ্বেদীয় আশ্বলায়ন শাখা দিষু।

অলঙ্কৃত্য কন্যাং দদ্যাদ্বুদ্ধিমতে। কন্যাং প্রযচ্ছেৎ কন্যামুপযচ্ছেৎ।

অলংকৃত করিয়া কন্যাদান করিবে ও কন্যাকেই প্রদান করিবে কন্যাকেই বিবাহ করিবেক। এবং শাতাতপ ও কহিয়াছেন।

তাদৃশী কন্যামুদ্বহেদিতি।

যাহাতে পর পূর্ব্বাদি কোন দোষ দৃষ্ট হয়নাই সেইরূপ কন্যাকে বিবাহ করিবে।

এই সকলশাস্ত্রপ্রমাণেকন্যাই দানযোগ্যা। এস্থলেযদিবল মনুরমতে যোগ্যবর নাপাইলে কালপ্রতীক্ষা করিবে তাহা তে রজস্বলা হইলেও দান করিতে পারে এরূপ মনুবাক্য মানিতে হইলে রজস্বলাকে কিরূপে কন্যা বলাযায়।) উত্তর। বিবাকের পূর্ব্বে কন্যা কহিতেহইবে যেহেতু সময়া তিক্রম হইয়াছে এইমাত্র একারণ কন্যাদাতা প্রায়শ্চিত্ত ক রিয়া দান করিলে দোষাবহ হয়না।

বিবাহিতা কন্যারসপ্তপদী গমনানন্তরকন্যাত্ব যায় কন্যা ত্ব গেলেই স্বামির স্বত্ব হয় স্বামির স্বত্বে কন্যাদাতার স্বত্ব ধ্বংশ হয় তাহাহইলে পিতা আর কন্যা বলিয়া দান করি

তে পারেনা। এবং মনুবচন দ্বারা ঐকন্যা যতদিন জীবিতা থাকিবেক ততদিন পর্য্যন্ত ঐস্ত্রীতে স্বামীরসত্ত্ব থাকে। ক্রিয়াদি দায়হরণ এবং পাপ পুণ্য দ্বারা পতির স্বর্গ নরক ভোগহইবে। ফলিতার্থ উভয়ের নাশ নাহইলে উভয়ের সংস্কার নাশ হইতে পারেনা। সুতরাং বিবাহ হইলে পর আর অন্য পুরুষে দান করিতে নিষেধ আছে।

মন্ত্রবিষয়ক বিচার।

সোমঃ প্রথমং বিবিদে গন্ধর্ব্ব বিবিদেউত্তরঃ। তৃতীয়েহগ্নিষ্টে পতি স্তুরীয় স্তে মনুষ্যজ ইতি।

কন্যা জন্মিলেই চন্দ্র প্রথম গ্রহণ করেন অনন্তর গন্ধর্ব্ব গ্রহণ করেন তৃতীয়ে অগ্নি গ্রহণ করেন। চতুর্থে মনুষ্য তাহার পতিহয়। এই চারিপ্রকারদান কন্যারপঞ্চমবার দান নাই। যেহেতু মনুষ্য প্রাপ্ত হইলেইকন্যাত্ব দূর হইল। তাহাকে পুনর্ব্বার পতিভিন্ন অন্যমনুষ্যকে দিতে হইলে তাহার ধর্ম্মনষ্টকরাহয়। এবংদানমন্ত্রেরও ব্যাঘাৎহয় কেননা কুশণ্ডিকা কালে অগ্নি যে মন্ত্রে দান করিয়াছেন সেমন্ত্রে আর অগ্নির নিকট দান গ্রহণ করাহয়না, অগ্নি ও দ্বিতীয়বার দান করিতে পারেন না। যথা

মন্ত্র ব্রাহ্মণে।

সোমোদদদ্গন্ধর্ব্বায় গন্ধর্ব্বোহদদগ্নয়ে রয়িঞ্চ পুত্রাংশ্চাদাদগ্নি র্মহ্যমথোইমাং ইতি।

চন্দ্র গন্ধর্ব্বকে দেন গন্ধর্ব্ব অগ্নিকে দেন ধনপুত্রের সহিত এই কন্যা অগ্নি আমাকে দিয়াছেন। সুতরাং অগ্নিদত্তা কন্যায় পতির সত্ত্ব, তাহার পঞ্চমবার বেদ মন্ত্রে দাননাই

যথা মনুঃ।

পাণিগ্রহণিকামন্ত্রাঃ কন্যাস্বেবং ব্যবস্থিতাঃ। নাক
ন্যাসু কুচিন্নৃণাং লুপ্তধর্ম্ম ক্রিয়াহিতাঃ॥

বিবাহ বিধায়ক মন্ত্র সকল কন্যার পক্ষেই ব্যবস্থা করিয়াছেন: অকন্যা অর্থাৎ বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহ দিতে হইলে বেদ বিহিত মন্ত্রদ্বারা হয়না, কারণ সেইসকল স্ত্রী লুপ্তধর্ম্ম ক্রিয়া হইয়াছে, অর্থাৎ ধর্ম্ম্যদান ও প্রতিগ্রহরূপ সংস্কারের একেবারে শেষহইয়া গিয়াছে।

বিদ্যাসাগর লিখিয়াছেন যে যেমন্ত্রে প্রথম দান হইয়াছিল সেই মন্ত্রেই বিধবার বিবাহ হইবে ইহা কোনক্রমেই শাস্ত্র সিদ্ধ হইয়া উঠিলনা; তাঁহার এইপ্রকার অযুক্তবাক্য সকল ভস্মাহুতির ন্যায় নিষ্ফল হইয়াগেল।

গোত্রান্তর বিষয়ের বিচার।

বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃতায়াস্তু ভার্য্যায়া ইতি কাত্যায়ন বচনের তাৎপর্য্য গ্রহণ নাকরিয়া সাধারণ স্ত্রীমাত্রেরই সপিণ্ডীকরণের সময় পর্যন্ত পিতৃগোত্রে থাকে পরে পতি গোত্রভাগিণী হয় লিখিয়াছেন তাহা সঙ্গতহয়না। যথাহ কাত্যায়নঃ।

মাতুঃ সপিণ্ডীকরণং পিতামহ্যা সহোদিতং যথো
ক্তে নৈবকল্পেন পুত্রিকায়া নচেৎ সুতঃ।

যদি পুত্রিকাপুত্র নাহয়তবে যথোক্ত বিধিদ্বারা মাতার সপিণ্ডীকরণ পিতামহীপ্রভৃতির সহিতহয়। ইহাতে স্পষ্টবোধ হইতেছে যে পুত্রিকা পুত্রের মাতার সপিণ্ডীকরণকালে

তাহার পিতৃ গোত্র উল্লেখ মাত্র হয় তদ্ভিন্ন অন্যেরহইতে পারেনা। এবচনে যে সপ্তপদীগমনে গোত্রান্তর নাহয় এমত তাৎপর্য্য নহে শুদ্ধ পুত্রিকাপুত্রের মাতার ও আসুরাদি বিবাহিতার সপিণ্ডীকরণের কালেই পিতৃগোত্র উল্লেখ করিতে কহিয়াছেন এইমাত্র ইহাও দেশান্তরীয় ব্যবহার এইরূপ নির্ণয় সিন্ধুতে সমস্ত বচন লিখিত আছে।

কিন্তু নির্ণয়সিন্ধুতে স্ত্রী সপিণ্ডীকরণ প্রকরণে লেখেন যে আপস্তম্ব এবং হেমাদ্রির ব্যবস্থাতে এই শাখাস্তীয় বচনানুসারে কোকিল মতানুসারি গুর্জ্জর দেশীয় নীচবৈশ্যেরা স্ত্রীলোকের সপিণ্ডীকরণের সময় পিতৃগোত্র উল্লেখ করে। অতএব নির্ণয়সিন্ধু নাগরখণ্ডে দৃষ্টিপাত করিলেই উক্ত মহাশয়ের ভ্রান্তির শান্তি হইতে পারিবেক।

বেদবিষয়ক বিচার

বিধবা বিবাহ বেদবিরুদ্ধনহে। বলিয়া (যদেকস্মিন্ যূপে ইত্যাদি) বেদবাক্যের যেরূপ অর্থ সংলগ্ন করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত অসঙ্গত হইয়াছে; কারণ বিদ্যাসাগর যদেকস্মিনযূপে ইত্যাদি বেদবাক্যের যে কি মর্ম্ম তাহারকিছু মাত্র উপলব্ধি করিতে নাপারাতেই (নৈকস্যাবহ্বঃসহপতয়ঃ)এই শ্রুতির অর্থকে অবলম্বন করিয়া উপরিউক্ত বেদবাক্যের যথার্থ মর্ম্মচ্ছেদ করিয়াছেন। ফলিতার্থ অবহিত চিত্তে আলোচনা করিয়া দেখেন নাই যে কিরূপ বেদবাক্যের সহিত কেমন শ্রুতির ঐক্যহয়; আর কোন শ্রুতিদ্বারা কোন শ্রুতিকে কেমন স্থলে সঙ্কোচ করিতে হয়। এবং শ্রুতি বিরোধ স্থলে সামান্য বিশেষ বিধি বলিয়া কিরূপ

শ্রুতির বিচার করিতে হয় ইহার কিছুমাত্র অনুধাবনা না করিয়াই অর্থ করিয়া গিয়াছেন (মন্বক্ষরাবৃত্তে বেদার্থ ধারণাম্যাৎ ইতি) কেবল অক্ষরের আবৃত্তিতে বেদার্থ ধারণা হয়না। বেদার্থ ধারণার যে মেধা সে মেধা স্বতন্ত্র। সেইমেধার অভাবে একেবারে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মেরস্থলে অধর্ম্মকার্য্যের করণীয়তা হইয়াউঠে। এস্থলে বিদ্যাসাগর মহাশয় সেইরূপ বিচারকরিয়া নিয়োগের বিধানকে বিদ বা বিবাহের বিধি করিয়া তুলিয়াছেন। (নৈকস্যা বহবঃ সহপতয়ঃ) এই শ্রুতিরসহশব্দের অভিপ্রায়এইযে নিয়োগ বিধিস্থলে একঋতুর সময়ে এককালেবহুপতি যোগহইতে পারেনা ইহাই স্বরূপার্থ একারণ মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ সহশব্দের যুগপৎ অর্থ করিয়াছেন। সুতরাং সময়েং অর্থাৎ প্রতি ঋতুকালে ভিন্নং পতিতে নিযুক্তা হইয়া ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদন করিতে পারিবেক। বাদী মহাশয়এইনিয়োগ বিধায়কবাক্যের (যদেকস্মিনযূপেদ্বের শনে ইত্যাদি) বিবাহ বিধায়ক বেদ বাক্যের সহিত ঐক্যকরিয়া স্ত্রীদিগের পুনঃ পুনঃ বিবাহের বিধি করিতে উদ্যত হইয়ালিখিয়াছেন। যথা

:: প্রতিবাদী মহাশয়রা একস্ত্রী দুই পুরুষ বিবাহ করিতে পারেনা ইহাদৃষ্টি করিয়া স্ত্রীলোকের পুনর্ব্বার বিবাহের বিধি বেদবিরুদ্ধ এই যে মীমাংসা করিয়াছেন তাহা বেদের অভিপ্রায়ানুযায়িনী নহে। উল্লেখিত বেদের তাৎপর্য্য এই যে যেমন একযূপে দুইরজ্জু এককালে বেষ্টন করাযায় সেইরূপ এককালে এক পুরুষ দুই বা ততোধিক স্ত্রী

বিবাহ করিতে পারে। আর যেমন একরজ্জু দুইযূপে এক কালীন বেষ্টন করাযায়না সেইরূপ একস্ত্রী দুইপুরুষ এককালীন বিবাহ করিতে পারেনা। নতুবা পতি মরিলেও স্ত্রী অন্য পুরুষকে বিবাহ করিতে পারেনা একপ তাৎপর্য্য নহে।"

উত্তর। এবেদের এরূপ তাৎপর্য্য হইলে বিদ্যারণ্য ভাষ্যের সহিত বিরোধ হয়। উক্তভাষ্য আমরা পূর্ব্ব পুস্তকে লিখিয়াছি এইক্ষণে উক্ত বেদ ও ভাষ্য সম্মত অর্থভাষায় লিখিতেছি তদ্দর্শনে পাঠক মহাশয়েরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কল্পিততাৎপর্য্যকেঅবশ্যইঅমূলক বোধ করিবেন। যথা

যদেকস্মিন্ যূপে দ্বেরশনে পরিব্যয়তি তস্মাদেকো দ্বেজায়ে বিন্দতে। যন্নৈকাং রশনাং দ্বয়োর্য্যূপযোঃ পরিব্যয়তি তস্মান্নৈকা দ্বৌপতী বিন্দতে॥

যেমন একযূপে দুইরজ্জু বেষ্টন করাযায় সেইরূপ এক পুরুষ দুই কি ততোঽধিক স্ত্রী বিবাহ করিতে পারে। যেমন একরজ্জুতে দুইযূপ বেষ্টন করা যায়না সেইরূপ একস্ত্রী দুইপুরুষকে বিবাহ করিতে পারেনা॥

নীলকণ্ঠধৃত শ্রুতি ও তৎকৃত ব্যাখ্যা। যথা

নৈকস্যা বহবঃ সহপতয়ঃ।

সহেতি যুগপৎ বহুপতিত্ব নিষেধো বিহিতো নতুসময়ভেদেন।

একস্ত্রীর এককালীন বহুপতি করিতে নিষেধ করিয়াছেন সময়ান্তরে বহুপতি করিবার বাধা কি আছে।

দেখ উপরিউক্ত (যদেকস্মিন্ যূপে ইত্যাদি) শ্রুতিতে যেমন বিবাহ বোধক ক্রিয়াপদ আছে এশ্রুতিতে সেরূপ ক্রিয়াপদ দৃষ্ট হয়না। সুতরাং নৈকস্যা বহবঃ ইত্যাদি শ্রুতিতে পতিমাত্র শব্দ আছে বিবাহ বোধক কোনশব্দ নাথাকা প্রযুক্ত নিয়োগ বিধিই প্রতিপন্ন হইয়াছে।

নতুবা একসহ শব্দেই যদি এককালীন বিবাহ করিতে পারেন। সময়ভেদে বিবাহ করিতে পারে এমন বিধিই হইত তবে বেদকর্ত্তা কদাপি যূপরজ্জুর দৃষ্টান্ত দিতেন না। এই যূপরজ্জুর দৃষ্টান্ত সাধারণের বোধহওয়া সকঠিন এই নিমিত্ত যজ্ঞবিষয়ক যূপ রজ্জুর বিধান বিশেষকরিয়া লিখিতেহইল। যজ্ঞবিশেষে যূপের সংখ্যাকরিয়া গিয়াছেন।

রাজসূয়াদিতে বহুসংখ্যকযূপ অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞে একাদশযূপ করিবে। তন্মধ্যস্থিত যে যূপ তাহাতে দুই বা তিন রজ্জুতে দুই বা তিনপশু বন্ধন করিতে পারে। বহুপশু স্থলে যজ্ঞবিশেষে প্রত্যেক যূপে একঃ পশু বন্ধন করা যায়; কিন্তু এক যূপের পশু অন্যযূপে বন্ধন করাযায় না।

যূপে রজ্জুবেষ্টনের অভিপ্রায় পশুবন্ধনঃ পশুবন্ধনের তাৎপর্য্য কেবল বন্ধন করানহে বন্ধনকরিয়া বধকরিবেক। যথা যজুর্ব্বেদীয় হিরণ্য কেশীয় শাখায়াং।

অগ্নিষোমীয় পশুং বধ্বামনু ছেৎস্যামীতি। যেযাকারং স্তম্ভমধ্যে পশুং বন্ধয়ং ব্রহ্মাণ্ড খণ্ডমধ্যে পশুং বন্ধয়ং শৃঙ্গাদি সর্ব্বাবয়ব সহিতং পশুং বন্ধয়ং ইত্যাদি।

অগ্নীষোমীয় পশুকে বন্ধন করিয়া ছেদন করিব। যেযা

স্কার অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ পশুর শৃঙ্গাদি সমস্ত অবয়বের সহিত যজ্ঞস্থলে বন্ধন করহ। ইত্যাদি

অগ্নিষোমীয় পশুকে যূপেবন্ধন করিয়া ছেদন করাই য জ্ঞের উদ্দেশ্য হইয়াছে। নতুবা কেবল বাঁধিয়া রাখিবে এমত তাৎপর্য্য নহে। সুতরাং এক যূপে এক বা ততোঽধি ক পশুবন্ধন করিয়া বধ করিবে এই বিধি হইল। এক পশু দুইযূপে এককালে বাঁধিয়া বধ করিবার বিধি হইল না। সময় ভেদেও পারাযায়না; যেহেতু বেদানুশাসনে যেযূপে যেপশুবন্ধন করিবে সেইযূপেই তাহাকে বধকরি তে হইবে। একবারচ্ছেদন করিয়া ঐমৃতপশুকে সময়ভেদে অন্য যূপে বন্ধন করিবার সম্ভাবনাই বা কিআছে।

এইরূপ এক পুরুষকে বিবাহ করিয়া একস্ত্রী সময়ভেদে বা এককালে কখনই দ্বিতীয় পুরুষকে বিবাহকরিতে পারি বে না। বিদ্যাসাগর যে তাৎপর্য্যে বেদের অর্থ করিয়া ছেন তাহাতে এক পশুকে সময়ভেদে অন্যযূপে বন্ধন করিতে পারাযায়, সেঅর্থের সহিত ভাষ্যাদির ঐক্য না হ ওয়াতে কোনক্রমেই সঙ্গত হইয়া উঠেনা সঙ্গত হইতে তবেই পারিত যদি এক যূপে নিহত পশুকেযূপান্তরে বাঁধিয়া পুনর্ব্বার হনন করিবে এমত বিধি দেখাইতে পা রিতেন। ফলিতার্থ বিদ্যাসাগরের অভিপ্রেত বিধি কোন ক্রমেই বেদমতানুসারী হয়না।

যেস্থলে (যদেকস্মিন্ যূপে) ইত্যাদি বেদবাক্যানুসারে এক কালে কি সময়ভেদে স্ত্রীদিগের দ্বিতীয় বিবাহকে নি

বেধ করিয়াছেন। সে স্থলে (নৈকস্যাবহবঃ সহপতয়ঃ) এই শ্রুতিকে অবলম্বন করিয়া একস্ত্রী সময়ান্তরে অন্যপুরুষকে বিবাহ করিতে পারে বলিয়া বিধি করিতে গেলে যদেকস্মিন্‌যূপে ইত্যাদি বেদ বাক্যে যূপ রজ্জুর দৃষ্টান্ত অসংলগ্ন হয়।

সুতরাং। নৈকস্যাবহবঃ সহপতয়ঃ ইত্যাদি বেদবাক্যের স্বতন্ত্রাভিপ্রায়। তদ্দ্বারা যদেকস্মিন্ যূপে ইত্যাদি বেদ বাক্যের মীমাংসা করাযায়না।

যদি ইহাতে এমত বিতর্ক উপস্থিত করেন যে যূপ ভগ্ন হইলে ঐ পশুকে যূপান্তরে বন্ধন করিতে পারিবে সেইরূপ পতি মরিলেও স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার অন্য পুরুষের সহিত বিবাহ হইবার বাধা কি? তাহা হইতে পারিবে না, বেদে নিষেধ আছে। যথা কঠশাখায়াং।

ভগ্নযূপে পশুংমুক্ত্বা প্রায়শ্চিত্তেন যজেত ইতি।

দৈবাৎযূপ ভগ্ন হইলে ঐ যজ্ঞব্রত ভগ্ন হইয়া যায়, সুতরাং ঐ যজ্ঞীয় পশুকে মুক্তকরিয়া দিয়া প্রায়শ্চিত্তরূপ যজ্ঞান্তর করিবেক। পর্ব্বোৎসৃষ্ট পশু অবধ্য হইল তাহাকে অন্যযূপে আর বন্ধন করিতে পারিবেক না যেহেতু উৎসর্গ করা পশুর পুনরুৎসর্গাভাব হয়। সেইরূপ স্ত্রীদিগের পতিমরিলে দানমন্ত্রাভাব প্রযুক্ত বিধবা বলিয়া বিবাহের বিধি হইতে অন্তর করিয়াছেন; সুতরাং তাহারা যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া কালক্ষেপ করিবেক।

এই হেতুই মহর্ষি পরাশর চতুর্থাধ্যায়ে শুদ্ধি প্রকরণে

মৃতভর্ত্তৃকার ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণ রূপ প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়াছেন।

পূর্ব্বাবধি অধুনাতন কালপর্য্যন্ত ও যজ্ঞানুরূপ পূজা দিতে পশুহিংসার বিধি আছে। তাহাতেও পশুবন্ধন স্তম্ভের কল্পনা করে। তাহার ও যূপসংজ্ঞা নির্ণীতআছে প্রাকৃতভাষায় (হাড়িকাষ্ঠ) বলে। সেইযূপেএক বা ততোধিকপশুকে বন্ধনকরিয়া ছেদনকরে একেকালে দুইযূপেএক পশুচ্ছেদন করাযায়না, এবং সময়ভেদেও ঐ মৃতপশুকে অন্যযূপে কেহই ছেদন করেনা। সেইরূপ ক্রমেং কি এক কালে কোন সময়ই স্ত্রীদিগের অন্যপতির সহিত বিবাহ হইতে পারেনা। এইনিমিত্ত ইন্দ্রপ্রমতি শাখাতে অনুশাসন করিয়াছেন। যথা

বিধবাং নোদ্বহেদিতি ॥

বিধবাকে বিবাহ করিবে না। তথাহি আশ্বলায়নঃ

অজ্ঞাতস্তু দ্বিজোযোহি বিধবামুদ্বহেদ্যদি। পরিত্যজ্যচ তাংকন্যাং প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ ইতি ॥

যদি দ্বিজাতিরা নাজানিয়া বিধবাকে বিবাহ করেন; তবে সেই বিধবাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলে শুদ্ধ হইবেন। অজ্ঞান পূর্ব্বকবিবাহের এইরূপ প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে জ্ঞান পূর্ব্বক বিবাহ করিলে একেকালে পতিত হইবেক। এই আশ্বলায়নশাখার অভিপ্রায়ের সহিত উপরিউক্ত কঠশাখার (ভগ্নেযূপে) ইত্যাদি বেদ বাক্যেরএকবাক্যতা হইল; অর্থাৎ যূপভগ্নে যেমন সেইপশুকে অন্যযূপে বন্ধন করা নিষিদ্ধ; ইহাতেও সেইরূপ পরি

মরিলে স্ত্রীদিগের দ্বিতীয় বিবাহ করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। তবে (নৈকস্যাবহবঃ সহপতয়ঃ) এই বেদবাক্যে এককালীন বহু পতিনিষেধ সময়ান্তরে বহুপতি হইতে পারে যে অভিপ্রায়ে কহিয়াছেন; মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ সে অভিপ্রায়েরমীমাংসা করিয়া স্থিরকরিয়াছেন। যথা

সহ শব্দোপি রাগতঃ প্রাপ্তানুবাদ এব নতুবিধায়কঃ।

ইচ্ছাবশে পুত্রোৎপাদনার্থ যেস্ত্রী বহুপতির প্রার্থনা করে সে এককালে বহুপতি করিতে পারেন। সময় ভেদে পারে। নতুবা সময় ভেদে একস্ত্রী অনেক পুরুষকে বিবাহ করিতেপারিবে এমত বিধিকরেন নাই।

যদিবল বহু পুরুষকে কোন২ স্ত্রী বিবাহ করিয়াছে। যথা

দ্রৌপদ্যাঃ পঞ্চপাণ্ডবাঃ মারিষায়াস্তু দশ প্রাচেতসঃ ইদানীন্তনানাং নীচানাস্তু স্ত্রিয়াদেয়ঃপতয়ো দৃশ্যন্তে। ইতি চেন্নদেবচরিতং চরেদিতি॥

দ্রৌপদী পঞ্চপাণ্ডবকে মারিষা দশপ্রাচেতসকে বিবাহ করিয়াছেন এবং অধুনাতন নীচ জাতীয় স্ত্রীদিগের দুই তিন পতিও দেখিতে পাওয়াযায়।

উত্তর। এতন্নিমিত্ত বিধি হয়না। যেহেতু দেবতার আচরিত কর্ম্ম মনুষ্যের আচরণীয় নহে। অর্থাৎ দেবপ্রায় পাণ্ডবাদির ন্যায় মনুষ্যেরা আচরণ করিতে পারেন না।

নীচানাং পশুপ্রায়াণামাচারস্য প্রামাণ্যাচ্চ।

পশুপ্রায় নীচ লোকদিগের আচারের অপ্রামাণ্য বিধায় আচরণীয় হয়না। অর্থাৎ বেদ বিরুদ্ধ আচার শীল দিগের আচরিতকর্ম্ম সাধদিগের পক্ষে বিধেয় নহে।

তবে (নৈকস্যাবহবঃ সহপতয়ঃ) এশ্রুতির গতি কি হই বে তাহার মীমাংসাও নীলকণ্ঠ করিয়াছেন। যথা

অধিকারি বিষয়ত্বাচ্চ নিয়োগ স্যেতিদিক্।

শ্রুতি বাক্যে সর্ব্বত্রেই বিশেষং অধিকারীর নির্দ্দে শ আছে তদনুসারে এইশ্রুতি ক্ষেত্রজ পুত্রোৎ পাদনার্থ নিয়োগের পক্ষেই যে উক্তহইয়াছে তাহাতেসন্দেহনাই। যদি সহপতয়ঃ শ্রুতির এইরূপ ব্যাখ্যা হইল তবে পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতে বিধবা বিবাহের বিধি স্থির হইতে পারিল না।

দ্রৌপদীর বিবাহ স্থলে কুন্তী এবং শিবের আজ্ঞাই বল বতী ছিল সহপতয়ঃ শ্রুতির বিষয়তা ছিলনা। যথা

মাত্রা সমেত্য ভুঙ্ক্তেতি আজ্ঞাগুরূণ ন লংঘনীয়াঃ। পিত্রোরাজ্ঞয়া নিষিদ্ধমপি কর্ত্তব্যং। পরশুরাম কৃত মাতৃ বধবৎ॥

কুন্তী আজ্ঞা করিয়াছিলেন সকল ভ্রাতার মিলিত হইয়া ভোগকরহ। এই অলঙ্ঘ্য শাসনেই দ্রৌপদীর পঞ্চপতি হয় অতএব পিতামাতারআজ্ঞায় নিষিদ্ধকর্ম্ম হইলে ও কর্ত্ত ব্য যেমন পরশুরাম পিতার আজ্ঞায় মাতৃবধ করিয়াছি লেন। তন্নিমিত্ত তৎকার্য্য বিধেয় হইতে পারেনা।

এবং শিবেরও বরছিল দ্রৌপদীর পঞ্চপতিহইবে তাহার অন্যথা কে করিবে। এইকথা ব্যাস মুখে শুনিয়া দ্রুপদ রাজা সম্মত হইয়া কহিয়া ছিলেন। যথা আদিপর্ব্বে।

যদিচৈবং বিহিতঃ শঙ্করেণ ধর্ম্মোঽধর্ম্মো বা নাত্র মমাপরাধঃ। গৃহ্লন্ত মে বিধিবৎ পাণিমস্যা যথোপ জোষং বিহিতৈষাং হি কৃষ্ণা॥

যদিশিবএরূপ বরপ্রদান করিয়াথাকেন তবেধর্ম্মইহউক্ বা অধর্ম্মই হউক্ তাহাতে আমার অপরাধ নাই। যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চজনেই যথাবিধানে দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করুন্ দ্রৌপদীও ইহাদিগের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হউন্।

এইসকল শাস্ত্রানুসারে স্ত্রীদিগের পুরুষান্তরের পাণিগ্রহণ নিষিদ্ধ, বেদান্তরে ও বৃহদারণ্য উপনিষদের প্রমাণেও অকর্ত্তব্য বোধ হইতেছে যথা।

সইমমেবাত্মানং দ্বেধাপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ প
ত্নীচাভবতাং। তস্মাদিদমর্দ্ধবৃগলমিব স্ব ইতি হ
তস্মাদয় মাকাশঃ স্ত্রিয়াপূর্য্যত এবতাং সমভব
ত্ততো মনুষ্যা অজায়ন্ত ইতি। ১।

বিধাতা এক আত্মাকে দুইভাগকরিয়া পতি ও পত্নীরূপে সৃষ্টিকরিয়াছেন। এই নিমিত্ত বিবাহ হইবার পূর্ব্বে স্ত্রীরূপ পুরুষার্দ্ধভাগ শূন্য থাকে বিবাহ হইলে পর ঐ শূন্য ভাগে পুরুষ সম্পূর্ণ শরীরী হয়। অতএব পতির মৃত্যু হইলে ও সেই স্ত্রীরূপ পুরুষার্দ্ধভাগকে অন্যকেহই বিবাহ করিতে পারেনা। যে পুরুষের অর্দ্ধ ভাগ ঐ স্ত্রী, সেইপুরুষই তাহাকে বিবাহ করিয়াছিল অন্যপুরুষের তাহাকে বিবাহ করিবার সম্ভাবনাই হইতে পারেনা। এই শ্রুতির সহিত শাঙ্করিভাষ্য আমরা পূর্ব্ব পুস্তকে লিখিয়াছি এস্থলে তদনুযায়ী অর্থমাত্র লিখিত হইল।

ভগবান বেদব্যাসও নিজসংহিতায় ঐ শ্রুতির অনুবাদ করিয়াছেন। যথা

পাতিতোয়ং দ্বিজাঃপূর্ব্ব মেকদেহঃ স্বয়ম্ভুবা। পতি

যোদ্ধেন চার্দ্ধেন পত্ন্যো ভূবন্নিতিশ্রুতিঃ। যাবন্ন বিন্দতে জায়াং তাবদর্দ্ধো ভবেৎ পুমান্। নার্দ্ধং প্রজায়তে সর্ব্বং প্রজায়েতেত্যপিশ্রুতিঃ। গুর্ব্বীসা তু ত্রিবর্গস্য বোঢুং নান্যেন শক্যতে।

ঋষিগণকে বেদব্যাস কহিতেছেন; যে বিধাতা পূর্ব্বকালে পুরুষের এক দেহকে দুইভাগ করিয়া স্ত্রী ও পুরুষের সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব যাবৎ বিবাহ না হয় তাবৎ পুরুষ অর্দ্ধশরীরে থাকে। কিন্তু অর্দ্ধেক শরীর জন্মে না। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে জন্মকালে পুরুষ সংপূর্ণাবয়ব বিশিষ্ট হয়পরে অর্দ্ধাংশ লইয়া বিধাতা তাহার স্ত্রীর সৃষ্টি করেন। অতএব ধর্ম্মার্থকামেরপ্রধানস্থলী সেইস্ত্রীকে অন্যে কখনই বিবাহ করিতে পারেনা।

এই শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়ের সমানঅনুশাসন দেখাইলাম সুতরাং(যদেকস্মিন্ যূপে)ইত্যাদি বেদবাক্যের সহিতএকবাক্যতা হওয়াতে (নৈকস্যা বহবঃসহপতয়ঃ) এইশ্রুতির বিষয় সহজেই নিয়োগের বিধিকে আশ্রয় করিল।

বিদ্যাসাগর পরাশরকে কলিধর্ম্ম নির্ণায়ক বলিয়া বিধবা স্ত্রীদিগের বিবাহকে যে শাস্ত্রীয় করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন তাহা এককালীন বিফল হইয়া গেল। কেননা এই সকল বেদে যুগভেদের উল্লেখ নাই। পরাশর সংহিতা কলির ধর্ম্ম সাগ্র হউক বাসকল যুগেরইহউক তাহাতে কোন আপত্তিনাই; কিন্তু স্ত্রী যে পুরুষেরঅর্দ্ধভাগ তাহা সকল যুগেই স্বীকার করিতে হইবেক, বিদ্যাসাগরের মতেযদি বিধবার বিবাহ দেওয়াই কর্ত্তব্য হয়, তবে এই বৃহদারণ্যক

শ্রুতি ও ব্যাস সংহিতার বাক্যকে অগ্রেই অগ্রাহ্য করিতে হইবে; নতুবা এসকল শ্রুতি ও স্মৃতির বচনকে স্বপদে রাখিয়া বিধবাবিবাহকে শাস্ত্রীয় কহিতে পারিবেন না।

ঔরস পুত্রবিষয়ক বিচার।

বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিয়াছেন যে ঐরাবত নাগের বিধবা কন্যা উলূপীকে অর্জুন বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তদ্গর্ভজাতপুত্র ইরাবান্‌কে অর্জুনের কেবল ক্ষেত্রজ নয় ঔরস পুত্রও বলিতে হইবে। যথা।

অর্জুনস্যাত্মজঃ শ্রীমানিরাবান্নাম বীর্যবান্।
সুতায়াং নাগরাজস্য জাতঃ পার্থেন ধীমতা॥ ঐরাবতেন সা দত্তা হ্যনপত্যা মহাত্মনা। পত্যৌ হতে সুপর্ণেন কৃপণা দীনচেতনা॥ ভার্যার্থং তাঞ্চ জগ্রাহ পার্থঃ কামবশানুগাং।

নাগরাজের কন্যাতে অর্জুনের ইরাবান্ নামে এক শ্রীমান্ বীর্যবান্ পুত্র জন্মে। সুপর্ণ কর্তৃক ঐ কন্যার পতি হত হইলে নাগরাজ মহাত্মা ঐরাবত সেই দুঃখিতা বিধবা পুত্রহীনা কন্যা অর্জুনকে দান করিলেন। অর্জুন সেই বিবাহার্থিনী কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন।

অজ্ঞাতমর্জুনশ্চাপি নিহতং পুত্রমৌরসং। জঘান সমরে শূরান্ রাজ্ঞস্তান্ ভীষ্মরক্ষিণঃ॥

অর্জুন ঐ ঔরস পুত্রকে হত জানিতে না পারিয়া ভীষ্মরক্ষক পরাক্রান্ত রাজাদিগকে যুদ্ধে প্রহার করিতে লাগিলেন।

ইহাদ্বারা ইহাও সপ্রমাণ হইতেছে পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের পৌর্ণভব কলিযুগের প্রথমাবধিই ঔরস বলিয়া পরিগণিত ও পরিগৃহীত হইতে আরম্ভ হইয়াছে ॥ ;;

উত্তর। বাদীমহাশয় বিধবার বিবাহের নিমিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া প্রকাশিত ভীষ্মপর্ব্বীয় শ্লোকত্রয়ের মধ্যে শেষ শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ ধৃতকরিয়া অপরার্দ্ধ ত্যাগকরিয়াছেন। আমরা ঐশ্লোকের শেষার্দ্ধভাগ প্রকাশকরিতেছি। যথা,

এবমেষ সমুৎপন্নঃ পরক্ষেত্রেহর্জ্জুনাত্মজঃ।

এই পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পরক্ষেত্রে অর্জ্জুনের পুত্র ইরাবান্ জন্মিয়াছিলেন। পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন যখন পরক্ষেত্রে অর্জ্জুনের পুত্র ইরাবানের জন্মগ্রহণের উল্লেখ করিয়াছেন। তখন নাগকন্যা উলূপীকে অর্জ্জুন বিবাহ করিয়াছিলেন ইহা কিপ্রকারেসম্ভাবিত হইতেপারে এবং লাক্ষণিক ঔরস পুত্রইবা কিরূপে প্রতিপন্ন করিতে পারেন।

বাদীমহাশয়ের এরূপ স্বার্থ সাধনতৎপরতা যে পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধ পর্য্যালোচনা নাকরিয়া কেবল ক্ষেত্র (নিহতঃ পুত্রঃ স্মৌরস) দেখিয়াই আনন্দে মগ্ন হইয়া আপনার মনে মনেত সঙ্কল্পীকৃত করিয়া অক্ষোভে লিখিয়া গিয়াছেন।

এই অর্দ্ধ শ্লোকে পরক্ষেত্র শব্দ আছে এইকারণেই বিদ্যাসাগর ধৃত করেন নাই বোধ হইতেছে। কেননা পরক্ষেত্র বলিলে ইরাবানকে আর লাক্ষণিক ঔরসপুত্র বলা হয়না; এবং প্রথম পুস্তকে আপনিই যে লাক্ষণিক ঔরস পুত্রের লক্ষণ লিখিয়াছিলেন তাহারও আর স্থান থাকেনা। যথা

॥ স্বক্ষেত্রে সংস্কৃতায়াস্তু স্বয়মুৎপাদয়েদ্ধি যং। তমৌরসং বিজানীয়াৎ পুত্রং প্রথম কল্পিতং॥

বিবাহিতা স্বজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে স্বয়ং উৎপাদিত পুত্র ঔরস পুত্র। এই লক্ষণ বিবাহিত স্বজাতীয় বিধবার গর্ভে স্বয়ং উৎপাদিত পুত্রে সংলগ্ন ঘটিতেছে। ॥

উত্তর। স্বক্ষেত্র অর্থাৎ বিবাহিতা স্বজাতীয় বিধবা স্ত্রী ও বিদ্যাসাগরের মতে স্বক্ষেত্র হইল কিন্তু পরক্ষেত্র শব্দ থাকাতে নাগকন্যাকে আর অর্জ্জুনের বিবাহিতা বলা হয় না; সুতরাং পরক্ষেত্রেজ নামক এই শেষার্দ্ধ শ্লোককে ত্যাগ করিয়াছেন। যাহা হউক যখন শেষ শ্লোকে পরক্ষেত্র শব্দ আছে তখন উলুপী অর্জ্জুনের বিবাহিতা স্ত্রী কোন মতেই হইল না, যদিও নাগকন্যা অনূঢ়া বিবাহিতাই হন তথাপি স্বজাতীয়া স্ত্রী নহে, ইহাতে উভয় মতেই উক্ত গর্ভজাত পুত্রকে সাক্ষাৎ ঔরস পুত্র কহিতে পারেন না, ইহা যে আমরাই কহিতেছি এমত নহে, স্বয়ং বিদ্যাসাগর পূর্ব্বে পুত্রকে যে মীমাংসা করিয়াছিলেন সেই মীমাংসাতেও নাগকন্যা গর্ভজাত অর্জ্জুনের ইরাবান পুত্র সাক্ষাৎ ঔরস পুত্র হইতে পারেন না। কামার্ত্তা অর্জ্জুন নাগকন্যাকে বিবাহ করেন নাই শুদ্ধ নিয়োগ বিধিক্রমে একরাত্রি গমন করিয়া দ্বিতীয় রাত্রি তাহার সহিত আর বাস করেন নাই। যথা মহাভারতীয় আদিপর্ব্ব।

দীনানাং নাগানাং কৌরব্য পরিরক্ষণং নিত্যশঃ। না
হং স্মরণ শতভূমি রোরবীমিচ সংশিতঃ। এবম

স্তু কৌন্তেয়ঃ পন্নগেশ্বর কন্যায়া। কৃতবাংস্তত্তথা স র্ব্বং ধর্ম্মমুদ্দিশ্য কারণং। সনাগ ভবনে রাত্রিং তা মুষিত্বা প্রতাপবান্। উদিতে ভ্যুদিতঃ সূর্য্যে কৌরব্যস্য নিবেশনাৎ। আগতস্তু পুনস্তত্র গঙ্গাদ্বারং তয়াসহ। পরিত্যজ্য গতাসাধ্বী উলূপী নিজ ম ন্দিরং॥

নাগকন্যা উলূপী গঙ্গাদ্বার হইতে অর্জ্জুনকে স্বভবনে আনিয়া বিনয় পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন। যথা

হে কৌন্তেয়; দীন সকল ও অনাথ সকলকেতুমি নিত্যই র ক্ষাকরিয়া থাক। আমি অনাথা পুত্রহীনা দুঃখিনী তোমা র আশ্রয় লইলামআমাকে রক্ষাকরহ। এইরূপ নাগকন্যা কর্ত্তৃক উক্ত হইলে শুদ্ধ ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত সেই পুত্রা র্থিণীর উক্তিমত তাহারসম্যক্ অভিলাষের পূরণ করিয়াছি লেন। প্রবলপ্রতাপশালীঅর্জ্জুন নাগভবনে নাগকন্যার স হিত সেই একরাত্রি বাস করিয়া প্রভাত কালেউঠিয়া কৌর ব্য নাগ নগরী হইতে উলূপীসমভিব্যাহারে পুনরায় গঙ্গা দ্বারে আইলেন। উলূপী ও সেইস্থানে অর্জ্জুনকে ত্যাগ করিয়া স্বভ বনে গমন করিলেন।

ইহাতেই সকলে উপলব্ধিকরিতে পারিবেন যে অর্জ্জুন উলূপীকে কিরূপ সংস্কারে বিবাহ করিয়াছিলেন। যদি নি য়োগ দ্বারা ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদন নাহইত তবে অবশ্য ই কোন দিন না কোন দিন উলূপীর সহিত বারেক ও সঙ্গ করিতেন। ঐ সঙ্গ ব্যতীত তাহার সহিত আরসাক্ষাৎ ছিল না। বিবাহিতা স্ত্রীকে এরূপ বিস্মৃত কেহই হয়েন না। বি

শেষতঃ ইরাবান যদ্যপি নাগের ক্ষেত্রজপুত্র না হইয়া অর্জ্জুনের লাক্ষণিক ঔরস পুত্রই হইতেন তবে পাণ্ডবদিগের ঔরসপুত্র সংখ্যার মধ্যে অবশ্যই পরিগণিত করিতেন যথা মহাভারতীয় আদিপর্ব্বে পুরুবংশ কথন প্রকরণে।

দ্রৌপদী গর্ব্ভে পঞ্চপাণ্ডবের পঞ্চপুত্র জন্মে। তদ্ভিন্ন যুধিষ্ঠিরের অপরা ভার্য্যা দেবিকা তদ্গর্ব্ভে (যৌধেয়) নামে এক পুত্র হয়। ভীমের অপর দুই ভার্য্যা বলধরা ও হিড়িম্বা তাহারদিগের গর্ব্ভে সর্ব্বগ ও ঘটোৎকচ নামে দুই পুত্র হয়। অর্জ্জুনের সুভদ্রা গর্ব্ভে (অভিমন্যু) নামে এক পুত্র। করেণুমতী নামে নকুলের ভার্য্যা; তাহার গর্ব্ভে (নিরমিত্র নামক পুত্র জন্মে। বিজয়া নাম ভার্য্যা গর্ব্ভে সহদেবের (সুহোত্র) নামে পুত্র হয়॥

ইত্যেতে একাদশ পাণ্ডবানাং পুত্রাস্তেষাং বংশধ

রোঽভিমন্যুঃ। ৮২॥

এই পাণ্ডবদিগের একাদশ লাক্ষণিক ঔরসপুত্র তাহার মধ্যে পাণ্ডবদিগের বংশধর অভিমন্যু হইয়াছিলেন। নাগকন্যার পুত্র ইরাবান্ যদ্যপি অর্জ্জুনের লাক্ষণিক ঔরসপুত্র হইত তবে পাণ্ডবদিগের পুত্রসংখ্যার মধ্যে গণিত করিতেন। (নিহতং পুত্রমৌরসং) যে ঔরস শব্দের উল্লেখ আছে তদর্থে অর্জ্জুনের শুক্রজপুত্র বলিয়াই এখানে অর্থ করিতে হইবে। (স্বজাতোরৌরসৌরস্যাবিত্যমরঃ।) স্বজাত পুত্রকে ঔরস ও ঔরস্য বলে (উরসাজ্জাত ঔরসঃ।) বীর্য্যে জন্মিলেই ঔরস বলা যায় সুতরাং যুদ্ধস্থলে জাত ইরাবানের শূরতার প্রশংসা করিয়া অর্জ্জুনের ঔরস বলিয়া ভীষ্ম

পর্ব্বে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে কহিয়াছিলেন এইমাত্র। অর্জ্জুনের ঔরসবলাতে অর্জ্জুনের তুল্য পরাক্রমশালী বলা হইয়াছে নতুবা লাক্ষণিক ঔরসপুত্র রূপে বর্ণন করেন নাই। প্রশংসাস্থ হে। এরূপ বর্ণনা অনেক স্থানে আছে। যথা। রামায়ণে সুন্দরকাণ্ডে হনুমানের প্রতি জাম্ববানের বাক্য।

নত্বং কেশরিণঃ ক্ষেত্রে সম্ভূতোমাতরিশ্বনা। মারুতস্যৌরসস্তাত স্তেজসা চাপি তৎসমঃ।

হে তাত হনুমন্ তুমি কেশরীর ক্ষেত্রে পবন কর্ত্তৃক উৎপন্ন হইয়াছ। পবনের ঔরসপুত্র, বলেতেও পবনের ন্যায়। অতএব বিদ্যাসাগরের মতে হনুমানকেও লাক্ষণিক পবনের ঔরসপুত্র বলা সঙ্গত হয় কেননা এশ্লোকেও ঔরসশব্দ আছে।

"পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে এরূপ পুত্রকে পৌনর্ভব কহিত কলিযুগের প্রথমাবধিই ঔরস বলিয়া পরিগণিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।"

উত্তর। বিদ্যাসাগরের একথাই বা কিরূপে রক্ষা পায়। যখন ত্রেতাযুগে কেশরীর ক্ষেত্রে পবনের পুত্র হনুমান হইয়াছেন।

এবং সেস্থলেও ঔরস শব্দ আছে। তখন সেই অবধিই এরূপ পুত্রকে লাক্ষণিক ঔরস পুত্র বলিয়া পরিগণিত ও পরিগৃহীত না হইবার বিষয় কি।

ইহাও এক সামান্য কৌতুকজনক নহে। বিদ্যাসাগর কিরূপ মোহজালে আবদ্ধ হইয়াছেন বুঝিতে পারি না। এককালে ভদ্রাভদ্র জ্ঞানে জলাঞ্জলি দিয়াছেন।

পতি শব্দও ঔরস শব্দ কোনশাস্ত্রের কোনস্থানে দেখিলেই তৎক্ষণাৎ বিধবা বিবাহ বিষয়ে ও ক্ষেত্রজাত পুত্র বিষয়ে সংলগ্ন করিয়া দিতে তিলার্দ্ধ কালের ও বিলম্ব করেননা। কিন্তু সংলগ্ন হইল কি নাহইল তাহার অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া দেখেন না।

আমরা আমুক্ত কণ্ঠে কহিতেছি যে যদ্যপি অর্জ্জুন নিয়োগ ব্যতীত উলূপীকে বিবাহ করিয়াথাকেন এবং তদ্গর্ভজাত ইরাবান অর্জ্জুনের লাক্ষণিক ঔরসপুত্র হয়; এমত শাস্ত্রপ্রমাণ দেখাইতে পারেন; তবে বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাবিবাহ পক্ষে যে ব্যবস্থা করিতে উদ্যত হইয়াছেন সে ব্যবস্থাকে সাধুব্যবস্থা বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিব।

সম্প্রতি বিদ্যাসাগরের যেতরঙ্গ উঠিতেছে তাহাতে কল্পনা রাজতরঙ্গিণীরও এক তরঙ্গ আসিয়া লাগিয়াছে। যথা:

:: কলিযুগের (৬৫৩) বৎসর গত হইলে পাণ্ডবেরা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা অশ্বমেধ যজ্ঞ ও মহাপ্রস্থান এবং অর্জ্জুন নাগরাজ ঐরাবতের বিধবা কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্যের পূর্ব্বে শূদ্রক রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ ও অগ্নি প্রবেশ করিয়াছেন। রাজা প্রবরসেন ও তাঁহার পঞ্চ পুরুষেরাও অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। রাজা মিহিরকুল অগ্নিপ্রবেশ করিয়া দেহত্যাগ করেন। সুবন্ধু রাজা যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য করিয়াছেন। .... যখন রাজতরঙ্গিণী ও দানপত্র এবং নাটকে সুস্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে যে কলিযুগের প্রাচীন রাজারা কলিনিষিদ্ধ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান

করিয়াছিলেন তখন আদিপুরাণ প্রভৃতির নিষেধ প্রকৃতরূপ নিষেধ বলিয়া মান্য করিতে পারাযায়না।৩।

উত্তর। রাজতরঙ্গিণী মৃচ্ছকটিক নাটক ও তাম্রপত্রে লিখিত দানপত্র প্রশস্তিপত্রের প্রমাণ দর্শাইয়া বেদব্যাস প্রণীত পুরাণবাক্যকে অমান্য করিতে কেহই পারেননা এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অগ্রাহ্য করিতে পারিবেননা। যেহেতু স্বকৃত দ্বিতীয় পুস্তকের (৮৯) পত্রে স্বয়ং শূদ্রক রাজার বিষয়ে স্কন্দপুরাণীয় বচনধৃত করিয়াছেন। এবং অনেকানেক স্থলে নান পুরাণ প্রভৃতির প্রমাণ ও দর্শাইয়াছেন। সুতরাং মহর্ষি দ্বৈপায়ন প্রণীত প্রামাণিক পুরাণ বাক্যকে অনাদর করিয়া আধুনিক কাব্যাদির প্রমাণ কখনই আদরণীয় হইতে পারেনা।

যদিও কলিযুগে কোন২ রাজা অভিমান মদে মত্ত হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ সন্ন্যাস অগ্নিপ্রবেশ সমুদ্র যাত্রাদি করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে যে তাঁহারদিগের সদ্গতি বা অসদ্গতি হইয়াছিল তাহার প্রমাণ কি। ফলিতার্থ শাস্ত্র নিষিদ্ধাচার শীলের অসদ্গতিই হইয়াথাকে। যখন ভগবান বেদব্যাস গোস্বামী উক্ত কর্ম্ম সকল কলিতে নিষিদ্ধ বলিয়া পুরাণে লিখিয়াছেন তখন তদাচরণে সেই সকল রাজার অসদ্গতি হইয়াছে ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত করিতে হইবে।

অন্যোপরে কাকথা কলির প্রথমা বস্থায় প্রসিদ্ধ রাজা জন্মেজয় এমনই অভিমানে মত্ত হইয়াছিলেন যে স্বয়ং বেদব্যাস আসিয়া নিষেধ করাতেও তাঁহার কথা মান্য করেননাই তাহাতে তৎপরবর্ত্তী অতিশয় অভিমানী রাজার

যে ব্যাসলিখিত বাক্যকে অতিক্রম করিয়া চলিবেন তাহা আশ্চর্য্য নহে।

বেদব্যাস রাজা জন্মেজয়কে কলিযুগে অশ্বমেধ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন ইহাও হরিবংশে লিখিত আছে। যথা।

অশ্বমেধঃ ক্রতুশ্রেষ্ঠঃ ক্ষত্রিয়াণাং পরিশ্রুতঃ। তেন
ভাবেন যজ্ঞং তে বাসবো ধর্ষয়িষ্যতি॥ যদি শক্যং শ
ক্যতে রাজন পরিহর্ত্তুং কথঞ্চন। দৈবং পুরুষকা
রেণ মা যজেথাশ্চ তং ক্রতুং। নাপরাধশ্চ শক্রস্য
নোপাধ্যায়গণস্য বৈ। তব বা যজমানস্য কালো
হি দুরতিক্রমঃ॥

রাজাদিগের পক্ষে অশ্বমেধ যজ্ঞ অতিশয় শ্রেয়স্কর এই নিমিত্তই দেবরাজ তোমার যজ্ঞ বিষয়ে বিঘ্নাচরণ করিবেন। যদিও তুমি পুরুষকার দ্বারা কোন রূপে ঐ বিঘ্ন নিবারণ করিতে পার তথাপি যজ্ঞ করিওনা। কারণ কলিকাল দুরতিক্রমণীয় অর্থাৎ কলির প্রতাপে কোন প্রকারেই অশ্বমেধ সম্পন্ন হইতে পারিবেকনা। ইহাতে ইন্দ্রের পণ্ডিতগণের ও যজমান দিগের এবং তোমারও কোন দোষ নাই কেবল কলিদোষেই নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া উঠিতে পারিবেনা।

বিদ্যাসাগর মহাশয় অনতিপ্রসিদ্ধ শতক্রকাদি রাজাদিগের অশ্বমেধ যজ্ঞ বিষয়ের প্রমাণ লিখিয়াছেন কিন্তু অতি প্রসিদ্ধ রাজা জন্মেজয়ের অশ্বমেধযজ্ঞ সম্পন্ন না হওয়াতেই তাহার নামমাত্রও উল্লেখ করেননাই।

রুষ পাত্তের দূতকে নমুদ্রপাথেয় ক্যাপিরাতিকেরভমিনি

হুবিধি হইতে পারেনা। তিনিশাস্ত্র বিরুদ্ধকর্ম্ম করিয়াছিলেনএরূপ আধুনিককথারউত্তরদিতে হইলোনিরর্থকালক্ষেপ হয়, ইহারপর ৺ রামমোহণ রায়ের ও ৺দ্বারিকানাথ ঠাকুরের ও জঙ্গবাহাদুরেরও ৺শিবচক্রবর্ত্তি প্রভৃতিরসমুদ্র পথে বিলাত গমনও বিদ্যাসাগরের প্রমাণ হইয়া উঠিল। ইদানীন্তন অনেকানেক কে গোমাংসাদি আহার করিতে দেখিতেছেন; অনন্তর ইহাকে ও কলিযুগের গোমেধ যজ্ঞ বলিয়া বিধিকরিতে পারিবেন।

নাগকন্যার বিবাহ যেরূপ হইয়াছিল তাহা উপরিভাগে লিখিত হইয়াছে পাঠকরিলেই পাঠক মহাশয় দিগের সন্দেহ দুরহইতে পারিবেক।এক্ষণে বাদীমহাশয় রাজতরঙ্গিণীর প্রমাণ দর্শাইয়া কলিযুগের (৬৫৩) বৎসর গত হইলে যুধিষ্ঠিরাদির জন্মহইয়াছিল যে লিখিয়াছেন; সে অকিঞ্চিৎকর তদ্বিষয়েকিঞ্চিৎ লেখা আবশ্যক হইল।

যদি রাজতরঙ্গিণীর প্রমাণে পাণ্ডবদিগের কলিতে জন্ম হইয়াছে মান্য করাযায় তবে পুরাণাদি শাস্ত্র এবং জ্যোতিষের গণনা ও পঞ্জিকাদির লিপি একেকালেই অমূলক হইয়া উঠে,। যথা। ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে।

যস্মিন্ কৃষ্ণোদিবংযাত স্তস্মিন্নেব তদাহনি। প্রতিপন্নং কলিযুগ মিতিপ্রাহুঃ পুরাবিদঃ। ২৭।

যেদিন যেসময় শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবী ত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠ গমন করেন। সেইদিন সেইসময় পৃথিবীতে কলিযুগ প্রতিপন্ন হইয়া ছিল। ইহা পুরাবৃত্তানু সন্ধায়ি ঋষিগণেরা বলিয়াছেন।

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সমকালবর্ত্তী পাণ্ডব দিগের জন্মপরিগ্রহ দ্বাপরযুগের শেষেই ঘটিয়া উঠিল এবং কুরুপাণ্ডবীয় যুদ্ধকালে সঞ্জয়ও ধৃতরাষ্ট্রকে কহিয়াছিলেন যথা ভীষ্মপর্ব্বে।

সংক্ষেপো বর্ত্ততে রাজন্ দ্বাপরেঽস্মিন্নরাধিপ।

ইত্যাদি।

হে রাজন্ এই সময়ে দ্বাপরযুগ অতি সংক্ষেপ হইয়াছে। এবং কলিযুগ আরম্ভ বিশেষ২ পুরাণে বিশেষ২ প্রমাণ আছে বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধের দ্বিতীয়াধ্যায়ে সপ্তবিংশতি ২৭ অবধি ২৮ শ্লোক পর্য্যন্ত অবলোকন করিলেই অবগত হইতে পারিবেন গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে সকল লিখিতে পারিলাম না এবং উক্তপুরাণে ঐ সকল শ্লোক মধ্যে জ্যোতিষ প্রমাণে কলিপ্রবর্ত্তক যে সকল নক্ষত্র সংক্রান্ত বর্ণনা করিয়াছেন তাহা দেখিলে দ্বাপরের শেষ ভাগে পাণ্ডবাদির জন্ম হইয়াছিল ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবেক। এবং রাজা যুধিষ্ঠির যেদিন স্বর্গারোহণ করেন, সেইদিবস অবধি তাঁহার শক লেখা যায় পঞ্জিকাতে তদবধি যৌধিষ্ঠির শক বলিয়া কলির গণনা করিয়া আসিতেছেন। ক্রমানুসারে বৎসর বৎসর গণনাতে (৩০৪৪) বৎসর গত হইলে বিক্রমাদিত্যের সংবৎনামে শক আরম্ভ হয়, তদবধি দুই শকের গণনা হইল, তাহারপর (১৩৬) বৎসর গতহইলে শালিবাহনের শক আরম্ভ হইয়াছে তদনন্তর যৌধিষ্ঠির শকের নিবৃত্তি হইয়া বিক্রমাদিত্যের সম্বৎ ও শালিবাহনের শকাব্দা এই দুই শকই অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে এইরূপ পুরাণাদির প্রমাণানুসারী গণনার অনুসারে

সকলেই কলির গতাব্দের সংখ্যা করেন; রাজতরঙ্গিণীর ব্যর্থ বর্ণনাকে কেহই মান্য করেনন। রাজতরঙ্গিণীর মতে যুগসংখ্যা করা শুদ্ধ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রয়োজনীয় বটে। কেননা তাহা হইলেই দ্বাপর যুগের নিয়োগের বিধি সকলকে কলিযুগের বিধবা বিবাহ বিধি করিয়া বলিতে পারেন; এবং ক্ষেত্রজ পুত্রসকলকে তাৎকালিক ঔরস পুত্র বলিয়া জানাইতে শক্ত হয়েন।

কলিতার্থ কলিযুগের আরম্ভাবধি একাল পর্য্যন্ত শালিবাহনের শকের সহিত গণনা করিলেই কলির গতাব্দ জানা যায়, ইহা শালিবাহনের পুত্র অবংখেনকে মিহিরাখ্য কোন পণ্ডিত কহিয়াছিলেন। যথা

রামচন্দ্র মুনিরন্ধ্র শকেন সংযুতং। বিজানীয়াৎ কলেরব্দং গতং বৎস্যাম্পুতং নৃপ॥

তৎকালে ভাকাখ্য পুরুষও একজন ছিলেন তিনিও প্রাকৃতভাষায় কহিয়া গিয়াছেন। যথা

রামচন্দ্র মুনিরন্ধ্র শকের সঙ্গে করিয়া লেখা। ঠিক দিলে হয়যত। কলির দিন গত তত॥

অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরের শক (৩০৪৩) বৎসরের সহিত সম্বতের (১৩৬) বৎসর যোগ করিলে (৩১৭৯) বৎসর হয়; তাহাতে শালিবাহনের শকাব্দ দিয়া যোগ করিলে যতদিন হয়; কলির ততদিন গত জানিবে। এই গণনানুক্রমে বর্ত্তমান বৎসরের শকাব্দ (১৭৭৭) বৎসর দিয়া গণনা করিলে কলির (৪৯৫৬) বৎসর গত হয়। এইগণনা করিয়াই প্রতিপঞ্জিকায় কলির গতাব্দ লেখে। বিদ্যাসাগরের মতে রাজত

রুক্মিণীর ৪ মাসে কলির (৬৫৩) বৎসর গত হইলে পর যুধিষ্ঠিরাদির জন্ম গ্রহণ হইয়াছে বলিলে (৫৬০৯) পঞ্চ দিশতি সহস্র ছয়শত নববৎসর কলির গত হইল কহিতে হয়। ইহা কোনব্যক্তি মান্য করিয়াছে বা করিতেছে? না করিবে। সর্ব্বশাস্ত্র সম্মত গণনা ত্যাগ করিয়া আধুনিক অপ্রসিদ্ধ পুস্তকের প্রমাণকে কে মান্য করে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় কলির ধর্ম্ম বলিয়া যে বিধবা বিবাহ দিবার প্রয়াস পাইতেছেন ইহাকে অসৎপ্রয়াস বলিয়া নিশ্চয় করাগেল। সুতরাং বিধবাদিগের একপতিত্ব ধর্ম্ম রক্ষার্থে ব্রহ্মচর্য্যই যথাশাস্ত্রে বিহিত কর্ত্তব্য কর্ম হইয়াছে তাহাতে কোন ব্যক্তির কোনমতে কোন আপত্তি করিবার পথ নাই। তবে সনাতন ধর্ম্ম বিনাশের নিমিত্ত হুক ধর্মের প্রবৃত্তি দিলে স্ত্রীদিগকে ভ্রষ্টাচারে কলঙ্কিনী করা হয় এবং পরলোকে ঐ স্ত্রীর সহিত পুরুষকেও তদ্ব্যবস্থা দাতাকে নিরন্তর নিরয় ভোগ করিতে হয়। এক্ষণে এই সকল কুপথ প্রচলিত করিবার প্রবৃত্তিকে নিবৃত্তি করাই সকল লোকের শ্রেয়স্কর এইমাত্র অনুনয়ের সহিত সাবধান করাগেল॥

দেশাচার বিষয়ক বিচার।

এই ধরণী মণ্ডলে কোন ব্যক্তিই দেশাচারের প্রতি দ্বেষকরিয়া ধর্ম্মতঃ সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হয় না। কেবল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আর কয়েকজনা কালেজ স্থ ছাত্র নব্যচিকন্দ বালকেরাই দেশাচারের প্রতি বক্তিক্ত

হইবার চেষ্টায় সমস্ত যত্নকে সমর্পণ করিতেছেন। ইহাঁর দিগের যে কিরূপ বিজাতীয় সংস্কার জন্মিয়াছে তাহা বলিতে পারাযায়না।

এতদ্দেশের যে সকল আচার তাহাকেএককালে অশাস্ত্রীয় বলিতে কেহই পারেননা। (য এবলোকঃ সএবধর্ম্মঃ) ন্যায়ে লোক ব্যবহারকে একপ্রকার শাস্ত্রাজ্ঞা বলিয়া মানিতে হইবে। বিশেষতঃ বেদ পুরাণাদিতে লোকাচারকে বলবান বলিয়াছেন। যথা ব্রহ্ম বৈবর্ত্তে।

কেবলং বেদমাশ্রিত্য কঃকরোতি বিনির্ণয়ং। বলবান্ লৌকিকো বেদাৎ লোকাচারঞ্চ কস্ত্যজেৎ॥

কেবল বেদকে আশ্রয়করিয়া কেহইসংসারোচিত ধর্ম্মনির্ণয় করিতে পারেনা। যেহেতু বেদহইতে লোকাচার বলবান হয় অতএব লোকাচারকে কখনই ত্যাগ করিতে পারেন না। এবঞ্চ। (যদিযোগীত্রিকালজ্ঞঃ সৃষ্টি সংহরণ ক্ষমঃ। তথাপি লৌকিকাচারং মনসাপি ন লঙ্ঘয়েৎ।) যোগী ও ত্রিকালজ্ঞ এবং সৃষ্টিসংহার করিতে সমর্থ হইলেও লোকাচারকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়েননা ইত্যাদি শাস্ত্র প্রমাণ আছে। এবং বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্রে ও গুরুপরম্পরা প্রচলিত আচারের ব্যাঘাৎ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। যথা তৈত্তিরীয় শ্রুতিঃ।

দেবপিতৃকার্য্যাভ্যাং নপ্রমদিতব্যং। মাতৃদেবোভব পিতৃদেবোভব আচার্য্যদেবোভবঅতিথিদেবোভব যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি তানি সেবিতব্যানি নইতরাণি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি তানিত্বয়োপাস্যানি নইতরাণি॥

দেবকার্য্য পিতৃকার্য্যেতে প্রমাদ অর্থাৎ ব্যাঘাৎকরিবেনা মাতা পিতা গুরুঅতিথি প্রভৃতিকে দেবতারন্যায়মান্যকরা কর্ত্তব্য। শিষ্টাচার প্রভৃতি অনিন্দিতক যই আচরণীয়লোক বিরুদ্ধ ইতর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা অকর্ত্তব্য। সাধুব্যক্তিরা যেসকল কর্ম্মের আচরণ করিয়া গিয়াছেন সেই সকল কর্ম্মই আমারদিগের কর্ত্তব্য তদ্ভিন্ন অকর্ত্তব্য। এবংমনুসংহিতেতেও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। যথা।

যেনাস্যংপি তরোযাতা যেনযাতাঃ পিতামহাঃ।
তেনযায়াৎ সতাং মার্গ স্তেন যায়ান্নরিষ্যতে॥

পিতা পিতামহ প্রভৃতি যেপথে গমন করিয়াছেন সেই সাধু পথে গমনকরিলে মনুষ্যেরা অবসন্ন হয়না। এবিষয়ে তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে ও সুস্পষ্ট প্রমাণ দৃষ্ট হইতেছে। যথা

যদিতেকর্ম্মবিচিকিৎসাবাবৃত্তবিচিকিৎসাবাস্যাৎ
যেতত্রব্রাহ্মণাঃ সমদর্শিনো যুক্তা আযুক্তা অলুক্ষা
ধর্ম্মকামাঃস্যুঃ যথাতেতত্রবর্ত্তেরন্ তথাতত্র বর্ত্তেথাঃ
এষ আদেশঃ এষ উপদেশঃ। এষা বেদোপনিষৎ।
এতদনুশাসনং। এব মুপাসিতব্যং॥

যদ্যপি কখন তোমার শ্রুতি ও স্মৃতি উক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান বা আচার লক্ষণ প্রতিসংশয় উপস্থিত হয় অর্থাৎ এইকর্ম্ম এই আচার যথার্থ কি না তবে তথায় তৎকালে শাস্ত্রবিৎ সমদর্শী অর্থাৎ অপক্ষপাতী ব্রাহ্মণেরা যুক্ত অর্থাৎ তৎ কর্ম্ম ও তদাচারাদির বিচারক্ষম; অথবা আযুক্ত অর্থাৎ কর্ম্মেতে বা আচারেতে অভিযুক্ত অলুক্ষ অর্থাৎ অরুক্ষ (অক্রুরমতি) ধর্ম্মাভিলাষী অর্থাৎ লোকবিরুদ্ধ দুষ্টাচার

বর্জ্জিত ব্রাহ্মণেরা যে প্রকার যে কর্ম্মেতে যে আচারে প্রবৃত্ত সেইকর্ম্ম সেই আচারে প্রবৃত্ত হও।

এইরূপ বেদের আজ্ঞা এইউপদেশ ইহাই বেদার্থ সার ভাগ ইহাই বেদে উক্ত হইয়াছে সুতরাং এই প্রকারই আচরণ করা কর্ত্তব্য।

ইহাকেই লোকাচারঅর্থাৎ দেশাচারবলে। ইহার অন্যথা করিতে গেলেই শাস্ত্রাতিরিক্ত কর্ম্ম করা হয়। কিন্তু লোকাচার ও শাস্ত্রাচার বিরুদ্ধ বিধবাদিগের দ্বিতীয়বার বিবাহের যেপ্রথা; সেইপ্রথা প্রচলিতকরিবার নিমিত্তই বিদ্যাসাগরমহাশয় নিতান্তই ব্যগ্র হইয়াছেন। স্থির বুদ্ধিতে আলোচনা করিলেই উপলব্ধি করিতে পারিতেন যে স্ত্রীলোকদিগের দ্বিতীয় বিবাহ হইতে নিন্দিত কর্ম্ম আর নাই। এবং পিতৃ পিতামহাদির গুরু পরম্পরা কস্মিন্কালেও কাহারও অনুষ্ঠিত হয়নাই ও বেদাদি কোন শাস্ত্রেও বিধি প্রদর্শন হয়না। যথা (যস্মিন্‌দেশে য আচার ইত্যাদি স্মৃতয়ঃ।) যেদেশের যেআচার ক্রমাগত চলিয়া আসিতেছে সেদেশের সেইআচার করাই কর্ত্তব্য। অতএব বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া শাস্ত্র ও লোকাচার উভয়েরই বিরুদ্ধ তাহাতে সন্দেহ নাই। এক্ষণে বিধবাদিগের দুর্ভাগ্য উপস্থিত দেখিয়া কিঞ্চিৎ বক্তব্য হইতেছে।

ভাঃপতিপরায়ণা অবলা বিধবারা সংপ্রতি এই দুরন্তকালে স্বেচ্ছাচারীগণেরা তোমারদিগের একপতিত্ব ধর্ম্ম বিনাশের নিমিত্ত যেরূপচেষ্টাকরিতেছেন তাহাতে এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষকে এককালে নিরয়াধার পাপক্ষেত্র করিয়া

স্তুলিলেন; আর তোমারদিগেরএস্থান বাসোপ যোগ্য হয় না।অভিনব সুপাত্রছাত্রেরা রাজপুরুষ মাত্রের অভিপ্রায়ের সুযোগ বুঝিয়া যুক্তিবলে ভাক্তকারুণ্যছলে যেরূপ বিধবা পরিণযের কৌশল করিয়াছিলি তেছেন, তাহাতে তোমারদিগের যে কি সর্ব্বনাশ হইবেইহা বিচক্ষণ ধার্ম্মিক গণেরা আলোচনা করিয়া বেপমান হইতেছেন।

এই ভারত ভূমিতে তোমারদিগের আর বৈধব্যধর্ম্মরক্ষা বুঝি না হয়। পাপ পালিত ধরণীমণ্ডলকে এক্ষণে তোমারদিগের পরিত্যাগ করাই উচিত । অর্থাৎ পতির মরণানন্তর সহমরণাভাবে কিয়ৎকালের মধ্যেই স্বীয় স্বীয় পতিচরণান স্মরণকরতঃ যে কোনরূপে বিধিপূর্ব্বক কলেবরোপন্যাস করিতে পার তাহারই চেষ্টা করহ।

নতুবা পরম ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া কিজন্য এই অপকৃষ্টকথা শ্রবণে জীবনধারণেমর্ত্ত্যলোকেথাকিয়া আরকি সুখসম্ভোগ করিবে? । তোমারদিগের ধর্ম্মরূপ যে পরম সুখ তাহার অনুধাবনা করিতে নাপারিয়া তুচ্ছ গ্রাম্য সুখকেই নবীন ধর্ম্মিষ্ঠেরা অধিক সুখ জ্ঞানকরিয়াছেন। যাঁহা কুলকামিনীরা যেদেহ স্বীয়২পতিচরণে সমর্পণকরিয়া উভয়লোকে মাননীয়া হইয়াছিলেন; এখন কি সেইদেহের সুখানুভব হেতু পুরুষান্তরে আত্মসমর্পণানন্তর কিরাত ম্লেচ্ছ যবন অথবা শৃগালকুক্কুর কামিনীরন্যায় গ্রাম্যসুখভোগেপুনঃকলঙ্করূপে একপতিত্ব ধর্ম্মকে জলসাৎকরিয়া অনাদরণীয়া হইয়াজীবন যাত্রানির্ব্বাহ করিবে। বরংতদপেক্ষা অগ্নি প্রবেশকরিয়া বা জলমগ্ন হইয়া কিবিষাদি ভক্ষণ পূর্ব্বক অথবা গলে রজ্জু প্র

দানে এই অনিত্য দেহকে পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য হয়।

হা; ধর্ম্ম ও ধর্ম্মশাস্ত্র; তোমারদিগের কেমন মর্ম্ম বুঝিতে পারাযায়না তোমরা কি এই পবিত্র ধরিত্রীকে একেবারেই পরিত্যাগ করিবারউপক্রম করিয়াছ। নতুবা কি নিমিত্ত এই পুণ্যাধার ধরামণ্ডলকে অকালেপাপকালপুরুষের করতলে নিক্ষেপ করিলে;। সুতরাং তোমরা পাপবলে পরাভূত হইয়া দেশ বিদেশে যথেচ্ছাচারের প্রবাহবৃদ্ধিকরিয়া দিয়া নিরন্তরসরস্বতীদেবীকে রোরুদ্যমানাকরিলেমাত্র।

এক্ষণেনবীন সভ্যেরা যে সকলইংলণ্ডীয়মহাপুরুষদিগের অনুবলে এইরূপ্রথা প্রচলিতকরিবারনিমিত্ত শোভন দেশাচারের অতি বর্জ্জিত হইতেছে; সেই সকল ইংলণ্ডীয়েরা প্রাণান্ত হইলেও দেশাচারের অতিক্রম করেন না; অর্থাৎ আপনং দেশাচারকে কুৎসিৎ জানিয়াও ত্যাগকরিতে পারেন না। এবং স্ত্রীলোকদিগের দ্বিতীয়বারবিবাহকে কদর্য্য কার্য্য বলিয়া তাঁহারা কি না জানেন এমতনহে। কিন্তু এমনিই দেশাচারের বশ যে জানিয়া শুনিয়া দেখিয়া ও তাহার বিরাম করিতে পারেন না। আধুনিক সভ্য পুরুষেরা এমনিই সুপাত্রজন্মিয়াছেন, যে দেখিয়াও দেখেন না এবং শুনিয়াও শুনেন না শুদ্ধ রাজপুরুষ দিগের প্রসাদ প্রত্যাশার ব্যাকুল হইয়া এককালেই স্বজাতীয় ধর্ম্মকে বিস্মৃত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত তারকনাথ তর্কবাগীশ ও শ্রীযুক্ত গঙ্গানারায়ণ ন্যায়বাচস্পতি ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বাচস্পতি প্রভৃতিপণ্ডিতগণেরা এইপুস্তক প্রকটন বিষয়েসম্মতআছেন।

শ্রীনন্দকুমার শর্ম্মা